মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অক্টোবর, ২০২৫
আশ্বিন, ১৪৩২

সূচীপত্র

২৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন ১৪৩২/অক্টোবর ২০২৫

ব্রহ্মপ্রসাদেই হও ব্রহ্মলীন		৩
আত্মার জাগরণ	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
একাকীত্বের সঙ্গী ভগবান	প্রণবেশ রায়	১৫
শুধু সমর্পণই অন্ধ তমসা মুক্ত করে	মানবেন্দ্র ঠাকুর	১৫
নৈবেদ্য	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	১৭
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীর অলৌকিক বীরত্ব	পার্থ সারথি বসু	১৭
শ্রীঅনির্বাণের আকাশ ভাবনা	আশুরঞ্জন দেবনাথ	২২
In Search of Divine Truth	Prof. (Dr.) R. P. Banerjee	২৪

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

ব্রহ্মপ্রসাদেই হও ব্রহ্মলীন

আবাহন ঃ যেমনি শুদ্ধ চৈতন্যের এগিয়ে যাওয়া, তেমনি খুলে যাওয়া সেই শাশ্বতের দ্বার যে পথে হয় তাঁরই এগিয়ে আসা। আবাহনের ধারায়, মুগ্ধ অবগাহনে চৈতন্যের পথে, শুদ্ধ চৈতন্যের সমীপে পরম চৈতন্যের এগিয়ে আসা দিয়েই তো নতুন জীবনধারার শুরু। বহু বহু, অন্তহীন প্রসার নিয়ে এই মিলনপ্রয়াস এগিয়ে চলবে। অভীপ্সার পরশে স্পন্দিত হতে নয়, পরম আদরে অভীপ্সাকে বরণ করে একাত্ম করে নিতেই তাঁর এগিয়ে আসা।

যে সত্তা এগিয়ে চলেছে তাঁরই পানে, উন্মুখ হৃদয়ে, এগিয়ে এসেছেন। তিনি সেই সত্তারই পানে পরম স্নেহে, সাগ্রহ ভালবাসায়। অভীপ্সায় জেগেছিল আকুতি, মিলনে জেগে উঠল প্রেম। যে আকুতি অভীপ্সা-শরীর হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল তার ছিল না কোনও দণ্ড, না কোনও আবরণ। উন্মুক্ত, উন্মোচনে স্বতঃপ্রবৃত্ত, অনাবিল সে অন্তরে জাগ্রত অন্তরাত্মার কাছে নিজেকে করেছে অসীম আগ্রহের এক প্রসাদবিন্দু। আগ্রহকে করেছে আরও নিরেট প্রতিনিয়ত। যে মাত্রার আগ্রহ দিয়ে এই যাত্রার হয়েছিল শুরু তার আগ্রহকে ছাপিয়ে এসেছে নবতর আগ্রহের ঢেউ। এগিয়ে চলার আগ্রহ, কলেবরে ফুটে ওঠার আগ্রহ, অভীপ্সার আগুন সদাপ্রজ্বলনের আগ্রহ হয়েছে ক্রমে দীর্ঘায়িত, সুদৃঢ়। আগ্রহই সৃষ্টি করেছে প্রয়াস সামর্থ্য, জাগ্রত করেছে প্রাণ-শক্তি, মন-নিবেদন।

আশ্রয় ঃ ব্রহ্মেরই আশ্রয়ে, ব্রহ্মের আধারে ব্রহ্ম আস্বাদন ব্রহ্ম সম্পদেরই কৃতকর্ম। তাঁর আশ্রয়ে, তাঁর প্রেরণার সাগর রয়েছে। রয়েছে তাঁরই নানারূপের দ্যোতনা। যেন প্রতিবিম্ব হয়ে বিরাজ করা। এক সূর্যের বহু প্রতিবিম্ব যেন সূর্যের আশ্রয়ে বিরাজমান। সূর্যকে বেষ্টন করে রয়েছে, অথবা সূর্যের স্পর্শে স্পন্দিত হয়ে বিরাজ করছে। প্রতিবিম্ব হয়েছে যেন বহু। একেরই রূপে একাকার ঐসব প্রতিবিম্ব সূর্য। যেমন সূর্যের স্বভাব, প্রতিবিম্বও হতে চেয়েছে তেমন। সূর্য যেমন দীপ্তিময়, প্রভাময় হয়ে ওঠে, তেমনিই হয়ে যায় প্রতিবিম্বের দীপ্তি ও প্রভার প্রবণতা। যেন, সূর্যভাবতন্ময়তায় ভরপুর হয়ে যাওয়া। সূর্য ভাবতন্ময়তায় ভরপুর হয়ে ভাস্বর হয়ে ওঠা, জগতে কিরণ ও দীপ্তি নিয়ে বিরাজিত হওয়া। প্রতিবিম্ব অস্তিত্ববান মূল সূর্যের জন্যই। মূল সূর্য যদি অস্তিত্ববান না হয় তবে প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। মূল সূর্য যেমন অবয়বে ফুটে ওঠে, প্রতিবিম্ব সূর্যও ফুটে ওঠে ঐরকম অবয়বে। মূল সূর্য ও প্রতিবিম্ব সূর্য অন্বয়ীকৃত, একে অপরে যুক্ত।

প্রতিবিম্ব সূর্য যেন মূল সূর্যের অনুগ্রহে বিরাজমান। তাই যে অন্বয়ে প্রতিবিম্ব অন্বিত হয়েছে, সেই অন্বয়টিও মূল সূর্য দ্বারা নিরূপিত। সূর্য-নিরূপিত অন্বয়ে অন্বিত হলেই তবে প্রতিবিম্বটি অধিক স্থায়ী হতে পারে। যেমন সিংহ যদি জলাশয় সন্নিকটে আসে তবে তার পক্ষে প্রতিবিম্ব অবলোকন করা সম্ভব হবে। জলাশয় থেকে সিংহ যদি সরে আসে, এগিয়ে যায় বনানীর দিকে তবে আর প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব থাকে না। প্রতিবিম্ব সৃষ্টিও হয় না, অবলোকনও করা যায় না। প্রতিবিম্বটি মূলের অনুগ্রহ সাপেক্ষ।

সম্পর্ক ঃ মূলের অনুগ্রহ সাপেক্ষ হয়েও প্রতিবিম্ব যেন অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বৃত। প্রতিবিম্ব একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিসেবে প্রতিভাত হয়ে থাকে—যেন আলাদা। যেন এটি মূলানুগ নয়, মূল থেকে স্বতন্ত্র। প্রতিবিম্ব যদি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে চলতে চায় তবে সেই স্বাতন্ত্র্যে বিধৃত হতে হবে স্বয়ং মূলকে। মূল ব্যতিরেকী স্বাতন্ত্র্য অলীক। জীবন যদি স্বাতন্ত্র্যে স্থিত হতে চায় এবং একই সঙ্গে ব্রহ্মময় হয়ে উঠতে চায়, তবে জীবনকে হতে হয় অখণ্ড ব্রহ্ম-সঙ্গী। ব্রহ্মবৎ প্রতিবিম্ব হয়ে বিরাজ করলে জীবনের চলার পথকে বরণ করে নিতে হয় ব্রহ্মকেই। এটি আর প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব নয়, এ যেন স্ফুলিঙ্গ একই বস্তু, কিন্তু শক্তি বিশেষে অবস্থানস্বাতন্ত্র্য। যেমন অগ্নি ও তার সহজাত স্ফুলিঙ্গ।

ব্রহ্মলীন ঃ স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় অগ্নির শরীর থেকেই। অগ্নির যে গুণাবলী, স্ফুলিঙ্গেরও রয়েছে সেসব গুণাবলী। অগ্নির রয়েছে মূলের সামর্থ্য ও ব্যাপ্তি। স্ফুলিঙ্গের সামর্থ্য ও ব্যাপ্তি মূল অগ্নি থেকে আহৃত। স্ফুলিঙ্গ অগ্নির মত হয়ে উঠতে পারে যদি তাৎক্ষণিক সহযোগ এসে যায়। অর্থাৎ স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিতে উন্নীত হবার উপযুক্ত সহযোগী আবহ যদি মিলে যায়। স্ফুলিঙ্গ অগ্নিতে রূপান্তরিত হয়ে অগ্নিরই মত ব্যবহার করে। অগ্নির যে মৌলিক ধর্ম, এরও সেই একই মৌলিক ধর্ম। অগ্নির দাহিকা শক্তি, অগ্নির বিধ্বংসী সম্ভাবনা, অগ্নির আলো বিকিরণ ও তাপ বিকিরণের সামর্থ্য সবই স্ফুলিঙ্গের অগ্নিতে রূপান্তরিত অবস্থায় এসে যায়। অগ্নির শুদ্ধ, শুভ্র, লেলিহান শিখার বিশুদ্ধ দহন কার্যটিও এখন সম্ভব।

ব্রহ্মের স্ফুলিঙ্গ হয়ে জীব যদি জীবনে ফুটে ওঠে তবে তার মধ্যেই নিহিত থাকে ব্রহ্মেরই সম্ভাবনা। জীবনের মধ্যে ব্রহ্মের অবস্থান জীবকে করে তোলে ব্রহ্মধনে ধনী। ব্রহ্মপ্রসাদে জীবন থাকে ভরপুর। হয়ে যায় ব্রহ্মসম্ভাবনার পরম আদরণীয় ক্ষেত্র। ব্রহ্মপ্রসাদের ধনে এখন জীবন হয়ে উঠবে ক্রমে ব্রহ্মলীন।

—ঃঃ—

আত্মার জাগরণ

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মাই জীবনের ধারক।
আত্মাই প্রাণের প্রদীপ, জীবনের শক্তি।
আত্মাই জীবের জীবনের কারণ, প্রাণের প্রেরণা, মনের শক্তি।
আত্মাই সব জ্ঞানের উৎস, আত্মাতেই নিহিত রয়েছে সব জ্ঞানের অবস্থান।
আত্মায় রয়েছে অনন্ত শক্তির সম্ভার।
সীমাহীন আনন্দ রয়েছে নিহিত আত্মার গভীর অন্তপুরে।
আত্মার জ্ঞানের অভ্যন্তরে রয়েছে লুকিয়ে সব জানা জ্ঞানের উৎস।
আত্মার গভীর অভ্যন্তরে রয়েছে অপেক্ষায় আত্মপ্রকাশ উৎস হয়ে উন্মোচনে উদ্‌গ্রীব।

আত্মার সুপ্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত হতে পারে যদি আসে সঠিক আহ্বান আর আকর্ষণ। অনন্ত অসীম প্রেমময় পরমাত্মার সুপ্ত অবস্থান আত্মার জীব সকাশে নিত্য অবস্থান। যেমন করে হয়ে উঠবে প্রাণের আকৃতি। মনের বিস্তার তেমনই হয়ে উঠবে জীবের জীবন পথে, হবে তেমন করেই আত্মার নিত্য পরিচয়ের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে মহান এক অনির্বচনীয় আলোক শক্তি। আত্মা জীবনের আলোক সঞ্চারী এক মহাজীবনের অবস্থান। আত্মার অভীপ্সা জীবনের নবীন পথ সঞ্চালক। আমাকেই আবিষ্কার করবার জন্য প্রয়াস করতে হয়। আত্মার পরিচয়েই গড়ে ওঠে জগৎ ব্যাপ্ত সব বিশেষ পরিচয়ের সূত্রগুলি।

It's not a stretch to believe that our memories can be in accurate, muddled by other people's accounts and past experiences. More surprising is that even our instantaneous perceptions are fraught with inaccuracies. We see what we expect to see, including in ourselves.

The present you is a sort of machine that converts things happening around it into internal representations. If you are reading this printed text, photons are striking the page and bouncing into your retinas. If you are listening to this as an audiobook, sound waves are hitting into your ear drums. These physical reactions are transformed into something meaningful in your brain. And what exists in your brain is not a recording of these events but a highly processed representation of them. It's through the process of perception that these external events are transformed into internal representations.

(Gregory Berns, The Self Delusion, The New Neuroscience of How we Invent – and Reinvent – our identities, Basic Book, New York, 2022, p. 47.)

আত্মার জাগরণের পথকে বলা যায় অধ্যাত্ম জাগরণ। সদাই স্বতঃ উদ্যোগ হয়ে সমচিত হয়ে গড়ে ওঠে নিত্য নিরঞ্জনের জগৎ ব্যাপ্ত অভীপ্সা। অধ্যাত্ম সাধনপথ অভীপ্সাকে গড়ে দেয় বিস্তৃত এই জগৎ ভূখণ্ডের মধ্যেই গড়ে দেয় একান্ত নিবেদিত পথ প্রবাহ। অভীপ্সার মৌল উদ্দেশ্য অধ্যাত্ম পথের মাঝে জীবন পথের একীকরণ আর ভগবানকেই জীবনে আহ্বান করে নিয়ে আসা। অভীপ্সায় রয়েছে চাওয়া। প্রাণের প্রদীপ দিয়ে ভগবানকে করতে হয় আরতি আর আবাহন। এমন অবস্থায় হয়ে চলে এই জীবনের মাঝে ভগবানের পরশ। অভীপ্সায় হয় সাক্ষাৎ। সাক্ষাতের পর্ব দিয়েই হয় অভীপ্সার পথ প্রসার। অভীপ্সায় যে চাওয়া থেকে যায়, ঐ চাওয়া জগতের কোনও বিষয় নয়। তখন অভীপ্সার ভগবানকে বরণ করে নেওয়া আর তারই কাছে হয়ে রয়েছে জীবনের মাঝে একান্ত ভাব নিনাদে দর্শন-শ্রবণ-স্পর্শ ঐ দিব্য ভাব অবয়বের। এমন ক্ষেত্রে স্বতঃই জীবন মাঝে ভগবানকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষার বীজ হয়ে উঠতে অনন্ত পথের প্রসারী। এমন করেই পথের সীমায় গড়ে উঠতে পারে জীবনের আহ্বান। এমন করেই যে আহ্বান হয় ধ্বনিত যে তারই মধ্যেই ফুটে উঠতে চায় নবীন প্রাণের স্পর্শ। যে স্পর্শ এসেছিল ফুলের অবয়বে উষার পরশ নিয়ে সে স্পর্শই গড়ে দিয়েছে প্রজ্ঞার এক বিশাল বিস্তৃত বিস্তারের মধ্যে। জগতে সর্বত্র হয়ে রয়েছে এই বিস্তৃতির বিশদ ব্যাপ্তি। এমনই এই বিস্তৃতি যারই মধ্যে রয়েছে নিহিত জীবন ব্যাপ্ত সত্যের অভিজ্ঞান। ফুলের কুঁড়ির উষার প্রত্যয় হয়ে ওঠে মহীরুহ। ভগবানই রয়েছেন নিহিত জীবনের উপাদান আর জীবন ব্যাপ্ত সব প্রজ্ঞার মৌল পরিচয় হয়ে। নিজস্বতায় ভরপুর

এক নবীন সত্যময় মহীরুহ। ঐ দৃপ্ত প্রত্যয় জীবনময় হয়ে রয়েছে দৃঢ়বদ্ধ একান্তভাবে ভগবত্তায় হয়ে স্নাত স্বতঃই হয়েছে দৃপ্ত প্রকাশী একান্ত ভাস্বর জীবনের প্রত্যয়।

জীবনানন্দের মাঝে ব্রহ্মানন্দের স্ফুরণ ঃ

ন চ সখা যো নঃ দদাতি সাখ্য
সচাভুবে সচমানায় পিতৃঃ।
অপঃ অস্মাৎ প্রেয়ান্ ন তদ্রীকি অস্তি।
পূর্ণন্তম্ অন্যমরণং চিৎ ইচ্ছেৎ।। (ঋ. বে. ১০/১১৭/৪)

বিশ্বমাঝে হয়েছে প্রকাশ অনন্ত জীবন সত্তার সার্বিকে।
যে ভাব সম্পদ হয়েছে সাধন জীবনের বিস্তৃত অন্বয় ক্ষেত্র।
হোক তারই নিত্য বিকাশ পর্ব একান্ত প্রকাশ মাধুর্যে।
দিব্য বন্ধু হয়েছে এখন নিত্য প্রকাশের শক্তির বিস্তারে।
জীবন চেতন হবে এখন জীবনের মাঝে প্রকাশ মার্গ সর্বদিকে।
এখন ভগবৎ ভাব আকাশের পটে এসেছে দিব্য আকর্ষণে।
ভগবৎ আশ্রয়ে এখন সাধ্য নির্ণয় প্রবলপ্রকাশের মাধুর্য পর্বে।
ভগবৎ বন্ধুর দিব্য পরশ ও নিত্য আহ্বান যজ্ঞের প্রদীপ নিয়ে।

ক্ষণপ্রভার হোক রূপান্তর জ্যোতি প্রভায় ঃ

পৃথিঃ আদিত্য হতঃ উপমানায় তব্যান্।
দ্রাবিয়াংসম অনু পশ্যেন পন্থাম।
যঃ হি বতন্তে রথ্যেব চক্রাঃ।
অন্যম অন্নম উপতিষ্ঠন যঃ রায়।। (ঋ. বে. ১০/১১৭/৫)

ভগবতী প্রকাশের এই ক্ষণপ্রভা এখন চলমান বিকাশে।
আসুক উপস্থিত হয়ে জীবনের চলার পর্বের মাধুর্যে।
এখন বিস্তৃত জগৎ এই অনন্য প্রাপ্তির একান্ত আগ্রহে
জগতের সর্বত্র ছড়িয়েছে যে জীবন সম্পদ তারই সমর্থনে।
দিগন্ত বিস্তৃত মানব চেতনের দ্বার হয়েছে উন্মোচন।
জীবন চক্র চলেছে এখন এই স্পন্দন করে জাগ্রত জীবন মাঝে।
এসেছে কালের পটে যে দেবস্পর্শ নিয়ে ক্ষণপ্রভার উদার বিকাশ
এখন হোক অন্বয় জীবন প্রবাহ পর্বে ব্রহ্ম শক্তির উদ্বোধন।।

হও ভরপুর দেওয়ার আনন্দে ঃ

মৌঘম অন্নম্ বিন্দতে অপ্রচেতাঃ
সত্যং ব্রবীমি। বধ ইৎ স তস্য।
অর্নম নার্যম পুষ্যাতি নো সখায়ং।
কেবল অঘৌ ভবতি কেবল অদৌ।। (ঋ. বে. ১০/১১৭/৬)

এই অনন্ত জীবন প্রবাহে হয়েছে বৈচিত্রের মাঝে একত্ব।
বিশ্বমাঝে হয়েছে অন্নের সংস্থান সর্বত্র সর্বভাবে একান্তে।
অন্নের উৎসমূলে হয়েছে জীবন ছন্দের অগ্নি স্পর্শ সর্বকালে।
একান্তে নিজস্ব স্বার্থে ক্ষুধার নিবৃত্তিতে হয়েছে খাদ্য দহন।
মিথ্যার পূজায় ছিল নিবেদিত যত প্রাণ এই জগৎ পটে
হয়েছে এখন সত্যের আহ্বান সব প্রাণের মাঝে জাগরণে।
একান্ত অন্নের আহরণ পর্ব এখন হবে স্বার্থ সীমার অতিক্রমী
অন্নের বিস্তৃতি মানবের মাঝে হয় দৈবী স্পন্দনের অমৃত।

ভাগবতী ভাব বিকাশ হোক নবীন যজ্ঞে ঃ

কৃপান্বিত ফলং আশিতং কৃণোতি।
যৎ ন ধারণম অপ কণকান্বিত চরিতং।
বদন্ ব্রহ্মা অবদতো অনীয়ন্।
পুর্ণৎ তমন অপি অপৃনতম অভিষ্যাৎ।। (ঋ. বে. ১০/১১৭/৭)

ভূমির প্রস্তুতির তরে হয়েছে চাষের প্রয়াস
কর্ষণের ভেদরেখা করে অন্বয় ভূমির মাঝে বায়ুর সঞ্চারণ।
এখনই হোক নিতান্ত এমন বিকশিত এক উপাদানের প্রকাশে
যে পরশ আর প্রভা দিয়েছে জীবনের উত্থান সূত্র এই পথচলায়।
হোক তারই বিকাশ অনন্ত প্রকাশ মাঝের মূর্ত দীপ্তিতে।
যে প্রমাণ পর্ব ছিল অনন্য ভাবধারায় বিস্তৃত সদাই
এখন হয়েছে তার নিত্য দীপ্তি জীবনের প্রত্যয় ভূমির লালনে।
ভগবৎ প্রকাশ হোক নবীন এই সাধন যজ্ঞে প্রকট একান্ত বিকাশে।।

আত্মা সর্বভৌম, আত্মা নিজে কিছুর উপর অপেক্ষা করে না বা নির্ভর করে না। আত্মার পরিচয় পাওয়া যায় আত্মারই সাধন অনুভবের মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অনুমান ভিত্তির অনুভব (Imaginative realisation) ও যুক্তি পরম্পরার অনুভব (Rational realisation) এই দু'টি ভাবে অনুভবকে বিচার করবার চেষ্টা হয়ে চলেছে। অনুমান নির্ভর অনুভবের মধ্যে রয়েছে আবার বিভাগ। এগুলি হল— ইচ্ছাশক্তি প্রসূত অনুভব (Willed Imagination) আর বাকীটা হল স্বতঃপ্রসূত অনুভব (Autonomous Imagination) উভয় ক্ষেত্রটিই সাধন রীতি সম্পন্ন অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে। জড় বিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতির মাঝে যখন মনের ভূমিকাকে নিয়ে সাধন প্রস্তুতি গড়ে নেওয়া হয় তখনই হয়ে ওঠে এই সাধন পথের মাঝে জমে থাকা নানাপ্রকার ধুলো-কালির আস্তরণ। এই আস্তরণগুলি গড়ে ওঠে দীর্ঘ দিনের জমে যাওয়া সব মালিন্যের কণা থেকে। মালিন্য থাকলে অনুভবের মাঝে বিকৃতি এসে যায়। মানুষের সাধারণ স্বভাবের মধ্যেই রয়ে গিয়েছে মালিন্য গড়ে উঠাবার সম্ভাবনা সূচক স্বভাব। এই সম্ভাবনা নিয়তই পরিবর্তীত হতে থাকে। এমন কি এর রূপান্তরও সম্ভব। পরিবর্তন হতে থাকে এর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। যেমন লোভ—মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি নয়, কিন্তু কখনও বা এই বৃত্তিটি এসে যায়। অনেকে ব্যাখ্যা দিয়ে বলতে চেয়েছেন লোভ সর্বজনীন—শুধুমাত্র ডিগ্রির থাক আলাদা— অর্থাৎ সবাই লোভী, দু'টাকায় কেউ বা কোটি টাকায় কেউ বা লোভ করে এটি একেবারেই ভ্রান্ত বোধ।

Much of the neuroscience research has focused on prediction errors in the context of anticipating things in the environment. This makes sense, as there is a strong evolutionary pressure to anticipate and avoid things in the world that might kill you. Similarly there is an equally strong pressure to anticipate where to find good things like food and mates.

Yet the brain also uses prediction errors to interpret internal sensations about the body. It's another way that we constract a sense of self. Specialized neural receptors, called proprioceptors, are located in your muscle and tendons. They send signals to your brain about the position of your body parts. To touch your note your brain to control your muscle to in where target in from the preditons.

(Gregory Berns, The Self Delusion, The New Neuroscience of How we Invent – and Reinvent – our Identities, Basic Book, New York, 2023, p. 64.)

লোভ এমন একটি বৃত্তি ও রুচি যার থাক নেই। যার মধ্যে লোভের বীজ রয়েছে ঐ বীজটি লক্‌লকে লতায় পরিণত হতে সময় লাগে না আবার বিরাট এক ধরনের পাহাড়ী লোভ (Mountaneous Greed)। লোভলতাটি গোপন, যেন চোরের মত। চোর যেমন সবার দৃষ্টির আড়ালে তার আখের গোছাতে তৎপর হয়ে যায়— যতটুকু হয়, বা যা' পাওয়া যায়! আর পাহাড়ী লোভ বড় মাপের। এটি নরনারীর নানা ক্ষেত্রে ফুটে ওঠে। নরনারীর মধ্যে নানা ধরনের পাহাড় প্রমাণ লোভ দেখা যায় বহু সময়ে। এগুলির মধ্যে রয়েছে জৈব প্রকৃতির কিছু প্রকারের লোভ—যার বিশেষ পরিচয় লালসা হিসেবে। আর রয়েছে অর্থ সম্পদ, ক্ষমতা, নাম ইত্যাদির এক একটি অথবা বিভিন্ন সমচিত লোকের লোভ-বাসনা। অনুমান সিদ্ধ অথবা যুক্তিসিদ্ধ যাই হোক না কেন লোভের বিষয়গুলি ক্রমে হয়ে ওঠে একটির পর একটি পর্বে পর্বে একান্ত অভিযোজনে ব্যাপৃত।

ভগবানকে যে ব্যক্তি তার জীবনে বেছে নেবে—তার মধ্যে যদি লোভও থেকে থাকে তবে ক্রমে উবে যাবে। যাকে বলা যায় আগুনে পুড়ে যাওয়া। জৈব বা অর্থ-সম্পদ বা নানা প্রকরণের লোভ যাই আসুক না কেন জীবনে, যিনি সত্যিকারের ভগবৎ পথের অভিযাত্রী তার ভগবৎ অভীপ্সা একটু একটু করে লোভ নামক দানবকে দমন করে নিতে সাহায্য করে। এছাড়াও রয়েছে ভাগবতী আশ্রয়ের একজন হয়ে ওঠা। ভগবানকে ভাবনায় বরণ, অভীপ্সা এগুলি হল প্রাথমিক। হাতে গোনা সেইসব কতিপয় সোনার জীবন জগতে ফুটে উঠছে যার ভগবানকে বরণ করতে পারে জীবনে সত্যি করে। এইসব সোনার মানুষরা পারে ভগবানকে ভালবাসতে, ভক্তি করতে। নিজের অর্জনে যেটুকু জীবন সত্য হয়েছে ভগবৎ চরণে সেই সত্যের নিবেদন করে ভক্তিটুকুকে হৃদয়ে ধারণ করতে পেরে এরা হল ধন্য—পেয়ে যান অন্তরে আনন্দ।

নানা স্তরেই হয়েছে আত্মার তত্ত্ব ঃ

একপাদঃ উভয়ো দ্বিপদী বি চক্রমে।
দ্বিপাৎ ত্রিপাদম অভ্যেতি পশ্চাৎ।
চতুষ্পাৎ ইতি দ্বিপাদম অভিস্বরে।
সংপশ্যন পড় ইতি রূপঃ অতিষ্ঠমান।। (ঋ. বে. ১০/১১৭/৮)

ক্রম বিস্তারে এসেছে সামর্থের শক্তিজীবন মাঝে।
কর্মের প্রবাহ বিভিন্নতায় এসেছে প্রাণের শক্তির প্রকাশ।
যে জীবন কর্ম অনন্ত আবহে হয়েছে নিত্য তৃপ্ত সদাপ্রবাহে।
হয়েছে তারই নিত্য প্রকাশ সদা প্রবহমানতার প্রত্যক্ষ আবর্তে।
এসেছে যে বার্তা জীবন মাঝে হয়েছে সংহত সদা আবর্তে।
এখন বিকাশ হোক ভগবৎ ইচ্ছার এই জাগ্রত প্রদীপে প্রীত।
নবীন ভাবধারার এখন বিকাশ হয়ে একাত্ম ভগবৎ চেতনে
উদয়ের সূর্য এখন হবে মধ্যাহ্নের দীপ্তি সমন্বিত।

দেহ কাঠামোয় এসেছে চেতনার স্পর্শ ঃ

সমৌচিৎ হস্তো ন সমং বিবিষ্টঃ
সং মাতর চিত্তঃ সমং দুহাতৈঃ।
সময়ঃ অশ্মিন সমা বীর্যম্।
এবং সমার্তি সদা বৃণোতি তৎ জ্ঞাতা
চিৎ এতৎ সন্তৌ ন সমং পৃনীর্তঃ।। (ঋ. বে. ১০/১১৭/৯)

হস্তাদির সামর্থের বিকাশে দিয়েছ প্রাণের সংযোজন।
অনন্যতার হাতছানি এসেছে জীবন মাঝে সদা প্রসন্নতায়।
ভ্রাতার মহিমা হবে বাঙ্ময় নিপায়ে অতীতের বার্তায়।
যে ভাবদীপ্তি হয়েছে ক্রমে সীমাহীন প্রাণ প্রাচুর্যে
এমন ভাবস্পর্শে হয়েছে জীবনের স্ফূর্তি অনন্যতায়।
দেবতায় করে বরণ হোক জীবনের স্পর্শপথের মগ্নতায়
দেবতার হৃদয় দীপ্তি হয়ে জীবনের জন্য একান্ত উপহারে।

মুক্তির সাধন মুক্তপথে ঃ

অগ্নে অহংসি ন্যাস অত্রিম মৌসম।
উত্তিষ্ঠিত এষঃ সাপৃতঃ ঘৃতানি পূর্তি।
মোদসে এতানি মোদসে এসঃ।
যৎ ত্বা মোদসে সঃ স্বতঃ শ্রুতাঃ।। (ঋ. বে. ১০/১১৮/১-২)

সাধন পথের এই মুক্তির অভীপ্সায় হয়েছে অগ্নিবরণ।
দৈবী ভাবের প্রবাহ এসেছে যদি এসেছে আহ্বান।
এমন করেই আসুক জীবনের এই কর্মপথ তেমন ভাবে।

মানবিক কাঠামোর মাঝেই ফুটে উঠুক জীবন চেতন।
যে ভাববিকাশ রয়েছে এখন মাধুর্য স্পর্শে হবে ভাস্বর।
ঐ অনন্তের ভাবনা রাশি করবে প্রয়াস জীবন জয়ের।
অভীপ্সাকে করে সম্বল সাধন প্রয়াস হবে জীবনে
বিজয়ের আগ্রহে রয়েছে যে ভাবধারা হোক তার বিকাশ।।

রিপুর বিনাশে অস্থিঃ স্থিতিঃ

সঃ আহুতি বি রোচতে অগ্নিঃ
ইড়েন্যো গিরা ঋচ প্রতিকম উচ্যতে।
ঘৃতেন অগ্নিঃ সমজ্যতে মধুপ্রতীকং।
আহত রোচমানায় বিভাবস্ম।। (ঋ. বে. ১০/১১৮/৩-৪)

শিখাময় অগ্নির বিকাশ হবে জীবনের সবক্ষণেই।
এখন এই সাধন পর্বের ক্রম পরিচয় হয়েছে
যে ভাবপ্রদীপ হয়েছে বিস্তৃত প্রসারণ পর্বে হয়ে উন্মোচন।
প্রজ্ঞাস্নাত জীবন এখন হয়েছে মাধুর্য্যের বিস্তৃতি।
এই ভাব বিন্যাস করেছে শক্তিময় সাধন পথে একান্তে
যা কিছু বাধা প্রাচীর হয়েছে নির্মূল সাধন শক্তির প্রবাহে।
একান্ত নিবেদনের পথ হয়েছে এখন মুক্ত।
এখন সময় হয়েছে নিত্য দিনের সাধন বিজয় প্রয়াসে।

সাধক-ভক্ত সকলেই ভগবানকে অনুধাবনের জন্য হয়ে ওঠেন তৎপর। সাধারণ মানুষ সকলে খুঁজে ফেরেন ভগবৎ কৃপার উৎস। খুঁজতে মহাপুরুষ অথবা ভাগবতী পথের মানুষদের কাছে অথবা সরাসরি ভগবৎ কৃপার উৎস। মহাপুরুষ অথবা ভাগবতী পথের মানুষদের কাছে অথবা সরাসরি ভগবৎ বিগ্রহ বা আকর উৎসে যান কৃপার বিশেষ প্রভার আহ্বান বা আবেদন নিয়ে। এমন করে জীবনের মাঝে কোন না কোন ভাবেই অনন্ত অসীম প্রেমময় ভাগবতী বিকাশের কাছে পৌঁছে যান। সাধক-ভক্তের প্রত্যক্ষভাবে ভগবৎ ভাব পরিমণ্ডল আর ভাব আবেশে মশগুল হবার ক্ষণ এসে যায়। যে চেতনপ্রভা জীবনের নিশ্চিৎ হয়ে ওঠা এবং জগৎ পথে এগিয়ে চলবার মূল শক্তি ও প্রেরণা তাকেই বরণ করতে সক্ষম হলে মনের মাঝে ভাস্বর হতে পারে নিবিড় ভাবঘন মুহূর্ত যখন এসে যায় ভগবৎ উপলব্ধির স্রোত। উপলব্ধির সূচনায় সাধক-ভক্ত বুঝতে পারবেন তার অস্তিত্বের মাঝে ভগবৎ পরশের শিহরণ, যেন বিদ্যুৎ ঝলকের মত। উপলব্ধির দ্বার যদি একটু খুলে যায়, চলে আসে তারই মধ্য থেকে আলোর স্রোত। দৃপ্ত বিকাশের পর্বে এই আলোর স্রোত ক্রমপর্যায়ে ভরিয়ে দেয় অস্তিত্বের সব অঙ্গ ও চেতনকে ঐ আলোর বিকাশ আর স্পর্শের স্পন্দন দিয়ে। এমন করেই বেড়ে ওঠে আলোর বিকাশ জীবনের মাঝে।

সর্বে বেদাঃ যৎ পদম্ আমনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যৎ বদন্তি।
যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তে
তৎ পদম্ সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওম্ ইতি এতৎ। (কঠ. উপ. ১/২/১৫)

[যে পরম পদ সমগ্র বেদের অভীষ্ট, পরব্রহ্ম সনাতনকে যে পথে গিয়ে অনুভব গড়ে উঠবে ভগবতী প্রসাদে তারই এখন উন্মোচন প্রসঙ্গ জানাতে চাই। যাকে পাওয়ার জন্য সাধন পথের পথিককে বহু সাধনা, বহু প্রকারের তপস্যার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকালের সাধন রীতির পথে এগিয়ে তবে জানা যায় সেই পরম সত্যকেই এই জীবন পরম্পরায় জানা যাবে ওম্ এই ধ্বনির অন্তর্নিহিত সত্যের উচ্চারণ, অনুধাবন করতে এগিয়েছেন জীবন পথে; এই গূঢ় বিষয়ের এখন হবে বর্ণন। এই ওমই নিরঞ্জন নিরাবয়ব ব্রহ্মের জগৎ প্রকাশ।]

ঋষির প্রত্যয়স্নাত সত্য হল জীবন পথে ভগবানকে বরণ করে নেবার জন্য বিশেষ প্রকারের আকৃতি। এমন করেই ভগবান ফুটে ওঠেন জীবন চেতনের পথ ধরে। পরম পুরুষ হয়ে তিনি বিরাজমান কিছু দৃশ্যে কিছু অদৃশ্যে। আবার বেশ কিছু অনাগত

সত্য পরিচয় জগতের মাঝে ফুটে উঠতে সূচনা করবে অনন্য এক নবীন চেতনধারা। এমন চেতন ধারা যার চেতন স্রোত জীবনের মধ্য দিয়ে হবে প্রবাহিত। জড় কণার নানা বিস্তার দ্বারা সম্মোহিত মানবের ধারণা জন্মেছিল এই জড়ই হল শেষ কথা। এমন কথাও পণ্ডিতরা, তথাকথিত আঞ্চলিক বিজ্ঞান বিষয়ে অতি উৎসমূল হল সৃষ্টির আদি ক্ষণের যে সত্য ঐ অনন্ত কাল ধরে সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে আগামীর দিকে।

'সত্যম্ জ্ঞানম-অনন্তম ব্রহ্ম'।

ভগবান স্বয়ংই সত্য। তিনি স্বয়ং সত্য। তাঁকে অবলম্বন করেই জগতের এগিয়ে চলা। সত্য হল চিরন্তনী, সনাতনী সত্যের পরিচয়। চিরন্তনী সত্য ফুটে উঠবে সাধকের জীবনচক্রের মাঝে ঐ অনন্ত সত্য প্রবাহকে যখন জীবনের প্রয়োগ ভূমিতে নিয়ে আসা হয়। যে মহাকাল সৃষ্টির মাঝে গতির সূচনা করে দিয়েছেন, জীবনের ঋতম্ভরী চেতনাকে সে লালন করে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। মন্ত্রের সাধন বা ধ্যানের গভীর প্রদেশে চেতনার সঞ্চালনে যখন বুঝে যাবে সাধক জীবন যে ঐ তিনি আর এই ইনির মধ্যেকার সাযুজ্য আর সহযোগ জীবনের নবীন পরিচয় প্রেরণার দিকে উন্মোচন করে দেয়। ভগবানকে উপলব্ধির আয়নায় বরণ করতে হলে প্রয়োজন এক স্বচ্ছ মনের পরিবেশ। এই স্বচ্ছ মনই ভগবৎ সত্যকে আনন্দ আর প্রজ্ঞার মিশ্রণে গড়ে নিতে হয় সক্ষম। পতঞ্জলি একে বলেছেন ঃ 'ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা'। যে প্রজ্ঞার পরশ সাধন-ভক্তের চেতন অবয়ব পেয়ে যায় অনির্বচনীয় এখন সদানন্দময় মনোচেতনকে অবলম্বন করেই এগিয়ে যেতে পারবেন আগামীর অভিমুখে এগিয়ে যেতে।

অনুভবের আলোয় উৎস যখন সামিত থাকে মহাজাগতিক সত্য চারণের উপর। যে সত্য জীবন্ আর জগতকে ব্যাপ্ত ক'রে নানা রূপের ভার রয়েছে সমগ্রে, তারই পরিচয়ের নিবিড় সান্নিধ্য পেয়েই জীবন গড়ে উঠবে অনাবিল আনন্দের ধ্বনি জীবনের মধ্যে হয়ে রয়েছে অনন্ত ভাব প্রকাশের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে সত্যের বোধ। অনন্ত বিকাশী ঐ সত্যবোধ এখন জীবনের এগিয়ে চলা আর ভাবনার স্থিতির মধ্যে এসে যায় ভগবৎ প্রসঙ্গ। ভগবানকে বরণ করবার জন্য মনের আকূতি এনে দেয় নিবিড় প্রজ্ঞা।

প্রাণের দীপ্তি ঃ

জায়মান সমিধ্যাসে দেবেভ্যো। হব্যবাহন।
তং ত্বা হবন্ত মর্ত্যাঃ।
তং মর্ত্যাঃ অমর্ত্যঃ ঘৃতেন অগ্নি।
সপর্যত অদাভ্যং গৃহপতিম্।। (ঋ. বে. ১০/১১৮/৫-৬)

দেবতার স্পর্শ দিয়েছে বোধ ভগবৎ অনুভবের।
জীবনের নবীন জাগরণ পর্ব এখন হয়েছে শিখাময় অন্তরে।
যে অগ্নির অস্তিত্ব এসেছে অনুভবে কর আহ্বান তাকে
অন্তর মাঝে হোক জাগ্রত শিখাময় হয়ে বার্তাবহ দেবসমীপে।
যে অভীপ্সা ছিল সুপ্ত এখন কর আবিষ্কার তায় অন্তরে।
ক্ষণ প্রভার দীপ্তি আসুক জগৎ মাঝে কর্ম পথে।
এখন হোক দেবতার এই নিরঙ্কুশ এই সময়ের সদা আবেষ্টনে।
নবীন চেতন হোক উন্মোচন সাধন পথের অনুভব পথের আহ্বানে।

প্রভাময় এই সাধন প্রয়াসে ঃ

অদাভ্যেন শোচিষা অশ্বে রক্ষ্যস্ব।
ত্বং হই গোপা ঋতস্য দীদিহি।
রক্ষ ত্বং ইহ অগ্নেঃ সঃ ত্বম অগ্নে প্রতীচ।
যাতুধান্যঃ গোপা ঋতস্য উরুশ্রুয়েষু দীদ্যৎ।। (ঋ. বে. ১০/১১৮/৭-৮)

শিখাময় হয়েছে সাধন অগ্নি হয়েছে জাগ্রত।
অভীপ্সার আমন্ত্রণ এসেছে জীবন পর্বে কর্মপথের উন্মোচনে।
জীবনের দাবী করে পরিপূর্ণ একান্ত নিবেদনের মাধুর্যে
এখন ইস্টে দিব্য পথের অভিমুখ অনন্যভাব পথে।
বিপুল এই জগৎ প্রবাহের সরল রেখার উপযুক্ত ধ্যানে।
ভাগবতী পদাঙ্ক করে অনুসরণ সাধন প্রাণ চলেছে এগিয়ে।

জীবন বার্তার নবীন প্রয়াস পর্বের নিত্য দিনের অভিযানে।
বাধার প্রাচীর হয়েছে লুপ্ত পূর্ণত্বের বিকাশ পর্বে।

বহু বিস্তৃত অগ্নি সাধনে ঃ

ত্বং ত্বা গীভিঃ উরুশ্রয়া হব্যবাহৎ।
ইতি বা ইৎ সময়ধিস্থ মনৌ।
গাম শ্বং সনুয়াম ইতি কুবিতঃ।। (ঋ. বে. ১০/১১৯/১)

অগ্নির সাধন হয়েছে সূচনা জীবনে ব্রহ্মচেতন উন্মোচনে।
যখনই হয়েছে অভীপ্সার দীপ্তি কৃপা হয়েছে ভরপুর এই সাধন।
এখন এমনই হয়েছে জীবনের একাগ্রতার শক্তির প্রকাশ
মননে চিন্তনে পেয়েছি দৈবীস্পর্শ অনুভবের নিত্য প্রবাহে।
অনন্ত প্রকাশ শিব সনাতন দিয়েছেন জীবনের উত্তরণের কৃপাপথ।
যে ভাব দীপ্তির হয়েছে স্ফুরণ দিব্য শক্তির সদা আনুকূল্যে।
জগতের ই প্রকাশ প্রদীপ দিয়েছে আলোর বিস্তার
বাধার শক্তির বিস্তার রোধে হয়েছে ব্যাপৃত দিব্য শক্তির বিপুল ভাবে।

জাগরণের জন্য সাধন অগ্নি ঃ

উত্তিষ্ঠসি স্বাহূতৌ। ঘৃতাগ্নি প্রতিমা রক্ষিতম্।
প্রতি মোদসে যৎ ত্বা স্তু সমস্থিরন্।
সঃ আহুতো বি রোচতে অগ্নিঃ প্র বাতা ইত রোধতঃ।
ইড়েন্য গিরা সূচা প্রতীকম্ মজ্যসে।। (ঋ. বে. ১০/১১৯/২-৩)

যেমন করে চলে এগিয়ে পরম্পরার প্রবাহ জীবনে
তেমনি হয়ে ভাগবতী সাধন পরিণতি অনুভবের দীপ্তিতে।
জেগেছে এখন প্রাণের মাঝে উপলব্ধির দীপ্তি একান্ত পর্বে।
এসেছে জীবনের নবীন বিকাশ পর্বে ভাগবতী মিলনের আহ্বান।
পরম্পরার প্রবাহে পেয়েছে যে আকর্ষণের দীপ্তি হোক তার স্ফূর্তি।
ঐ বিপুল ব্যাপ্ত পরিচয়ের মধ্যে হয়েছে জাগ্রত বিশ্বদেবতা।
এখন অন্তরের আহ্বান চলবে একান্ত বিকাশের উন্মোচনে
বিশ্বদেবতা হয়েছেন বিশ্বমাঝে দৃষ্টি উন্মোচনী জগৎ ক্ষেত্রে।

অন্তরে ধারণ করে রয়েছি ঐ পরম সত্যকে। একজন, দু'জন নয়, সবাই। ভাল-মন্দ, বড়-ছোট সবারই অন্তর মাঝে রয়েছেন ভগবান সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সনাতন। সদাশিব তিনি স্বভাবতঃই নির্বিকার। কোনও বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে তাঁর আকর্ষণ নেই। যদি বা কেউ তাঁর প্রতি আকর্ষণ বোধ করল, তাঁকে ভাল বাসলো বা জীবনে তাঁকে বরণ করতে চাইল তবে তারই নিজ জীবন পথ হয়ে উঠবে উজ্জ্বল-জ্যোতির্ময়। আর কেউ বা যদি অবহেলায় তাঁকে দূরে ঠেলে দিল অথবা সদাশিব ঐ অন্তরাত্মার প্রতি অন্যায় মনোভাব বা অমার্জিত কোনও ব্যবহার করল—এমনও সম্ভাবনা ভুরি ভুরি! দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও ভগবান সদাশিব নির্বিকার। কারও দোষ গুণ নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার সুযোগ তাঁর নেই। অবশ্য কর্ম যেমন হবে, ফলাফল তেমনই হবে। জীবের কর্মগুণে জীবন সঙ্গীত গড়ে ওঠে ভালয়-ভাল, দুষ্টে-দুষ্ট।

সঃ এষ আদ্যঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ।
আত্মা আত্মনি আত্মানাংস সংযচ্ছন্তি পাতিচ।। (ভাগ. ২/২৬/৩৯)

অনাদি অনন্ত এই প্রকাশ আদি পুরুষ স্বয়ং ভগবান।
কল্পে কল্পে নিজেকেই নিজে করেছেন সৃষ্টি লালন ও সংহার।
সৃষ্টির বিকাশ করছেন ক্রম পর্যায়ে হয়ে কর্তা আধার সাধন সাধ্য।
কর্মের প্রবাহ করেছেন সৃজন বিশ্বের মাঝে করতে প্রবল জীবন প্রবাহ।

চমৎকারিত্ব হয়ে রয়েছে জগতের স্তরে স্তরে। এসবই মানবের জীবনের কর্মপথে যখনই হয়ে চলবে একান্ত বিকাশ ও বিশেষ বৈশিষ্টের উপরই নির্ভর করে। জীবনের চলার পথে স্বতঃই ভগবানকে বরণ করে নেওয়ার মধ্যে রয়েছে একটি স্বাভাবিকতা—যারই

ভিত্তি হল মৌল বিষয়ে ব্রতী হয়ে এগিয়ে চলা। অনাদি অনন্ত সত্য স্বরূপ স্বয়ং জীবনের মাঝে ফুটে উঠছেন একান্ত বিকাশের পথ করে অবলম্বন। আত্মার পরিচয় তিনিই পেতে পারেন যাঁর মধ্যে স্বাভাবিক প্রকাশ আর অন্তর্নিহিত বস্তু জীবনের জীবনময় হয়ে বিরাজ করবে। এমন সব ক্ষেত্রগুলিই হয়ে চলবে জীবনময় একান্ত বিস্তৃত এমন ব্যাপ্তি যারই মধ্যে রয়েছে এমন সব বস্তু যার একান্ত জীবনজয় হয়ে ওঠে। এমন হয়ে চলবেন জীবের জীবন চেতন। সমগ্রতায় হয়ে একনিষ্ঠ হবে জীবনের নবীন বিজয় পর্ব। ভগবানকে বরণ করে নিয়েই জীবনের কর্মাদি যদি বরণ করা হয় তবে এই জীবন পথ হয়ে উঠবে একান্ত বিকাশী অনন্ত শক্তির প্রয়োগ ক্ষেত্র। জীবনের চলার পথকে হতে হয় গতিষ্মান। এমনই চলমান জীবনের অঙ্গ হয়ে যায় ভাগবতী বিকাশের জগৎক্ষেত্রটির চেতনা হয়ে ওঠে সত্য ময়।

আত্মকৃতে পরিনামাৎ।। (ব্রহ্মসূত্র ঃ ২/১/২৬)
আত্মনি চ এবম্ বিচিত্রয় হি।। (ব্র. সূ. ২/১/২৮)

জীবনের সত্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ঐ সত্যের উপাদানের সঙ্গে চাই বন্ধুত্ব। জীবনের সত্য প্রকাশ হয় চিন্তা ও কর্মের গুণাগুণ দিয়ে। সত্যের অঙ্গীকার করেছে যে জীবন তার হয়ে ওঠে ক্রমে জগৎ পথে এগিয়ে চলতে হয় ভগবানের সত্যকেই চিনে নিয়ে তারই উপর করে ভিত্তি। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার পথটি শ্রেয়নির্ভর। শ্রেয় হল সে সব বিষয় যার মধ্যে ভগবানই শ্রেয় পথ করে দেন নিশ্চিত। শ্রেয়পথ হল সত্যেরই পথ। ভগবানের পথ অঙ্গীকার করেছে যে প্রাণ তার অভীপ্সার ভগবানকে জানা, ভগবানকে পাওয়া, ভগবানকেই পেতে হয় জীবনের পথে এগিয়ে চলবে একান্ত নিবিড়ভাবে বরণ করে নিয়ে। ভগবানই হয়ে উঠবেন যখন এই সব মানবের জীবন প্রবাহের মধ্যে তারই রয়েছে হয়ে ওঠা সব আবেশ হয়ে চলবে এই জীবনের যা কিছু পরিচয় সব কিছুরই মধ্যে একান্ত নিবিড়ভাবে বরণ করে নেওয়ার মধ্যে যদি একান্তভাবে বরণ করে নেওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে নিবিড় গভীর গহনের মধ্যেকার সুপ্ত সত্যকে ফুটিয়ে তোলা জীবনের মাঝে। এই জীবন একান্তভবে একদিকে পরম ভাগবতী ভাবস্নাত আবারই নব ভাব বিকাশ জীবনের নবীন পরিচয় সৃষ্টি করে এগিয়ে চলতে পারে জীবন পর্যায়ে পেয়ে যাওয়া সেই অমূল্য রতন। এমনই এই রত্ন যার রয়েছে পূর্ণ বিকাশী এক নিবিড় পরম্পরার ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিই জীবনের প্রসার ঘটিয়ে দেয়। মনের ব্যাপ্তি এখন এমন অবস্থায় হয়ে ওঠে জীবনের সত্য রূপান্তর। এমনই এই রূপান্তর সকল মলিন মনের অবস্থার রূপান্তর হয়ে মনের পট হয়ে ওঠে গঙ্গাধৌত। এমনই বিশুদ্ধি আর ক্রম উন্মোচনের মধ্য দিয়ে ভরে ওঠে অনন্ত প্রকাশের অনাবিল আকর্ষণ। জীবন স্বতঃই তার প্রকাশরূপকে ভরিয়ে দেন ঐ সুবর্ণ জ্যোতির্ময় চেতনকণার সমন্বয়ে। এরই পরিচয় হয় চিৎকণ রূপে। চিৎকণ হল সে রূপের অনুপ্রাশ। অনুপ্রকাশের এই জ্যোতিঃ প্রকাশ ক্রমপর্যায়ে জীবনের স্থিতির একের পর এক প্রকাশ মাত্রা হয়ে উঠুক স্বতঃবিকাশী। এই প্রকাশস্বরূপ স্বতঃই জীবনের জড় প্রকৃতির পরিকাঠামোর বদল ঘটিয়ে দেয়। এমন বিকাশ যার অভিমুখ স্বতঃই জগৎময় হয়ে উঠবে বিস্তৃত। মানবিক মানব প্রকাশ এমন অবস্থায় হয়ে উঠবে দৈবী প্রকাশরূপী। এই অনন্ত কালপ্রবাহের মধ্যেই হয় বিরাজমান জীবনময় সত্য অতীতের সত্য-চলমান জীবনের সত্য— আর ভবিষ্যতের এমন সব ব্যাপ্তি যার মৌল প্রকাশী ভাগবতী।

ভক্তির নবীন প্রবাহ ঃ

উন্মা পীতা অয়ংসৎ রথমশ্চা।
হবাশবঃ কুবিত সোমস্য অপম ইতি।
উপ মা মতিঃ স্থিত বাক্ষা পুত্রম ইব।
প্রিয়ম কবিৎ সোমস্য অপাম ইতি।। (ঋ. বে. ১০/১১৯/৩-৪)

ভাগবতী ভক্তির তরঙ্গ হয়েছে উত্থিত জীবনে।
এখন এই নিবেদন হয়ে উঠুক নবীন প্রাণের সঞ্চারে।
এই জীবন প্রদীপ হয়েছে আলোকময় করে জ্ঞান সঞ্চয়।
বিশেষ এই নিবেদন ক্ষণ হয়েছে ভাস্বর নিত্যই ভগবৎ ভাবে।
উপলব্ধির পথ হয়েছে চেতন দৃঢ়তায় ভরপুর ভাগবতী ভাবে।
প্রজ্ঞার উদ্বোবন জীবনের প্রবাহে হয়ে চলেছে উদ্বোধন সদাই।
যেমনে দিয়েছ প্রেরণা তেমনে হোক স্ফূর্তি ও বিজয় জীবনে।
অধ্যাত্ম বিকাশ এখন হয়েছে অনিবার্য জগৎ মাঝে সব জীবনে।

হৃদয়দ্বার উন্মোচনে ঃ

অহং ত্বষ্টেব বন্ধুরং পর্যচামি হৃদা।
মতিম কুচিৎ সোমস্য অপম ইতি।
মহি মে অক্ষিপৎ চন অচ্ছানৎ এসুঃ।
পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ কুবিৎ সোমস্য অপাম ইতি।। (ঋ. বে. ১০/১১৯/৫)

হৃদয়ের দ্বার হবে উন্মুক্ত এখন ভাগবতী ভাব গ্রহণ মানসে।
দেবতার তরে করেছি রচনা এই হৃদয় মাঝে আসন।
জীবনের ধন হয়েছে প্রস্তুত ঐ পরম শক্তির জগৎ বিস্তার ক্ষণে।
ভাগবতী আহ্বান করেছি শ্রদ্ধায় বরণ মুক্তি বার্তা নিয়ে।
বিশ্বপ্রভায় জীবন তরী হয়েছে প্রদীপ্ত নিশ্চিত ভক্তির নিবেদনে।
বাস্তব সত্যের সব পসরা এখন এসেছে জীবনের অনন্যতায়
তোমারই ভাব প্রদীপ হয়েছে ভাস্বর অনন্যতার দীপ্ত আবাহনে।
এখন দেবতায় এই নিবেদন হয়েছে মূর্ত ভাগবতী ইচ্ছায় হয়ে পূর্ণ।

বিশ্ববীনার ছন্দে বিশ্বমাঝে ঃ

ন হি মে রোদসি উভে। অন্নং পক্ষং।
ইহ চন প্রতিঃ কুবিৎ ইতি সোমস্য অপান।
অভি দ্যাং মহি ভূবম অভীমাং।
পৃথিবী মহিম্। কুবিৎ। সোমস্য অপাম ইতি।। (ঋ. বে. ১০/১১৯/৮)

বিশ্বমাঝে তোমার আলোর এই প্রবাহ হোক অন্বীত।
এখন হয়েছে সুপ্ত প্রাণের ক্ষেত্র সমূহের বন্ধন মোচন।
ঐ উদ্ধ আকাশে এসেছে এখন দেবতার আহ্বান জাগরণের।
হোক এখন মূর্ত জীবন মাঝে তোমার দিব্য স্পন্দন।
যে প্রাণদীপ্তি হয়েছে বাঙ্ময় মন্ত্রের নিবেদনে করবে সে অর্পন।
ভাগবতী ভাব প্রবাহ করবে উন্মাচন জগৎ মাঝে দেবচেতন।
জীবনের পথচলার এই পর্বে হয়েছে ভগবৎ অন্বয় এখন।
ঐ পথ মাঝে হয়েছে নিত্য প্রকাশের দীপ্তি অনন্ত পথে।

ধরিত্রীর জীবন তরঙ্গে ঃ

হন্তাহং পৃথিবীম ইমাং নি দধানীহ।
বেহ বা। কুবিৎ সোমস্য অপাম ইতি।
ঔষধীৎ পৃথিবীং অহং জহ্ননানি। ইহঃ বেহ বা।
কুবিৎ সোমস্য অপাম ইতি।। (ঋ. বে. ১০/১১৯/৯-১০)

আনন্দের বার্তা এসেছে জীবনের এই নিত্য সাধন পর্বে।
এখন তোমারই নিত্য পরম্পরার মধ্যে হয়েছে প্রস্তুত মন।
নিবেদনের সবই এখন তোমায় হয়েছে নিয়োজিত জীবন যজ্ঞে।
যে ভাববিকাশ হয়েছে জীবনের এই সদা জাগরণ পর্বে।
এসেছে এখন সাধন প্রাণের বিকাশ মাধুর্য একান্ত আগ্রহে বরণে।
যে ভাববার্তা হয়েছিল মূর্ত অনুভাবের গাঢ়তায় জীবন মাঝে।
এখন হয়েছে তার স্ফূরণ জীবনের এই সাধন পূর্ণতায়।
ধরিত্রীর বুকে এখন গড়ে উঠবে এক সুর আকাশ-মাটি-অনন্তলোকে।।

ভগবৎ চেতন জীবনমাঝে প্রবেশ করে একান্তভাবে জীবনের ক্রম রূপান্তর পর্ব উন্মোচন আর বিস্তৃতির জন্য। এমনই হয়ে ওঠে জীবনের নিজস্ব পরিচয় যার মধ্য দিয়ে জ্ঞানবিকাশ আর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলতে পারে ঐ মহাজীবনের একান্ত বিকাশ পর্যায়। এই বিকাশ পর্ব স্বতঃই হয়ে উঠবে জীবন মাঝে এগিয়ে চলবার সব উপকরণ যারই নিজস্বতার মধ্য দিয়েই হয়ে

উঠবে নবীন প্রকাশ। এই ভাববিকাশ জীবনকে অন্যতর এক পরিচয়ের মধ্যেই গড়ে দিতে পারে একান্ত এই নবীন পর্ব। এই নবীন পর্বই হতে পারবে এগিয়ে চলবার উপকরণ। যা কিছু জীবন মাঝে স্বতঃপ্রকাশী ঐ অনন্ত পথের বিস্তৃতি হয়ে চলবে বহু বিকাশী বৈচিত্র। এমনই এই বৈচিত্র যারই অভ্যন্তর থেকে পূর্ণ বিকাশ আগ্রহ নিশ্চিত এই বিকাশ জীবনের মাঝে হবে চিরন্তনী সত্যের জীবন প্রবাহ। এই প্রবাহ হয়ে উঠবে স্বতঃই এই গতিময় প্রভা।

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যগ সম্যক অবস্থিতম।
সত্যং পূর্ণম অনাদ্য অন্তং নির্গুণং নিত্যম অদ্বয়ম্। (ভাগ. ২/৬/৪০)

ভগবানকে জানবার পথে যে সাধন প্রবাহ তারই হয়ে ওঠার সময় এসে জীবনকে একান্ত পথে গড়ে উঠবে জগতের নিত্য প্রবাহ। জীবনের জৈব ও জড় প্রবণতার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠতে চায় জীবন ব্যাপ্ত বিচিত্র বিকাশের অনন্ত পথপ্রবাহ। অন্তরমাঝে যখন গড়ে উঠবে বৃহতের জন্য আকৃতি এই বৃহৎ পরিচয়টি জীবের ক্ষুদ্রসীমা অতিক্রম করে তাকেই নিয়ে গড়ে তুলবে জগৎ ব্যাপ্ত সদা বিকাশী অনুভবের বৈচিত্রময় অবস্থান। জীবনের যা কিছু আঙ্গিক, জীবনের পথ রচনা হয়েছে তারই হয়ে উঠবে এই নিত্য পরিচয়ের মধ্য দিয়েই তার বিশেষ অবস্থান খুঁজে নেওয়া। মানবের এই বিকাশ রীতিই জীবনকে এগিয় নিয়ে যায়, বাড়িয়ে দেয় জীবনের পরিধি। নিজেরটুকুতে ডুবে ছিল যে জীবন তারই মধ্যে এখন আসবে বৃহতের ভাবনা, বৃহতের আকর্ষণ বৃহতের এই আকর্ষণ আর ভাবনা জীবনকে করে প্রসারণ। এমন প্রসারণের ক্ষণ যার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে উঠবে জীবনময় বিস্তৃত সুপ্ত সত্য। এই সত্যেরই এখন জাগরণ ক্ষণ। ব্রহ্ম সনাতন এখন বিরাজমান স্বতঃই সব জীবনের অঙ্গে অঙ্গে। এমনই হয়ে উঠবে জীবনের উত্তরণের ক্ষণ। এমনই জীবনময় যে ভাব ও ভাবনা তারই মধ্যেই হয়ে উঠবে এই বিকাশের অঙ্গে অঙ্গে ডুবে থাকা জড় চেতন কণা। এই জড় চেতন কণাসমূহের এখন মিলন চিৎ কণেরই সঙ্গে। প্রতিটি পর্বের স্মরণ মনন হয়ে উঠবে জীবনের নিত্য প্রকাশের এই জীবনবোধ। এই জীবনবোধ শিবচেতন সম্পৃক্ত এক অনন্য সত্যেরই একান্ত বিকাশ সকল প্রকাশ হয়ে উঠবে এই জীবনই ভগবৎ বোধে হবে পূর্ণ, তবে যে চায়।

ঋষে বদন্তি মুনয়েঃ প্রশংস্তঃ আত্মঃ ইন্দ্রিয়ঃ আশয়াঃ।
যদা তৎ এব অসৎ তকেঃ তিরোধীয়তে বিপ্লুতম।। (ভাগ. ২/৬/৪১)

ভগবানের জীবন প্রকাশ এই সাধারণ জড় জীবন অথবা অনন্ত প্রকাশী বিস্তৃত বিকাশ। যে ভাবদীপ্তির আশ্রয়ে যদি গড়ে উঠতে পারে এই জগৎ সত্যের চাওয়া পাওয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলবার মধ্য দিয় ভরে ওঠা। জীবন স্বতঃই এই পরিণতির পর্বে পর্বে প্রবেশ করতে চায় যেমন আকর্ষণ, তেমনেই। স্বাভাবিক অবস্থায় এই চেতন হয়ে ওঠে জীবনের গতিময়তার পর্বে একান্ত অনুভবের জীবন স্পর্শ। এমন ক্ষেত্রই হয়ে উঠবে জীবনের আগ্রহ বিকাশর এই পর্বে। ভগবানকে জানতে হবে তাঁর প্রজ্ঞার রপরশ থেকে। প্রজ্ঞার পরশই সূচনায় হয়ে রয়েছে স্বতঃ বিকাশের পর্ব এমন করেই তার জীবন প্রবাহের মধ্যে ফুটে উঠবে অনন্য প্রয়াসী জীবন ভাস্বর এক বিকাশী। এমন বিসাখই হবে জগৎ মাঝে মূর্ত হয়ে ওঠা স্বতঃ প্রকাশী ভাবসম্পদ। ভাববিকাশই আত্যন্তিক, প্রাথমিক পর্বেই রহয়ে রয়েছে জীবনের এগিয়ে চলবার উৎসভূমি। ঋষিগুণ, মুনিগণ সদাই ভগবানকে বরণ করে নিয়েছেন জীবন মাঝে। ব্রহ্ম সত্যকে জীবনে ধারণ করে নিয়ে এগিয়ে চলবে ভগবানের পথে। জগৎ পথের এই পরশ হয়ে উঠবে জীবন মাঝে ভগবৎ বিকাশী যদি ভগবানকেই বরণ করে নেওয়ার প্রয়াস হয়ে চলবে জীবনে। ঋষি মুনির অভীপ্সা ভগবানই একমাত্র সত্য হয়ে করেন বিকাশ জীবনে। এমন করেই হয়ে উঠবে জীবনের অনন্য পরিচয়। ইন্দ্রিয় সমূহের মাঝে মানবিক রীতি। ভাগবতী জীবন। অনন্ত সত্যেই মাঝে ক্ষণ পরিচয় হয়ে উঠবে অনন্য প্রবাহী। এখন প্রতিটি বিকাশ এই জগৎ মাঝ ব্রহ্ম পরিচয়কে করতে নিয়ন্ত্রণ। জীবনের বিবর্তন আর উত্তরণের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে সত্যের বোধ। যে সত্য হয়ে উঠবে জীবনমাঝে দৃপ্ত বিকাশী ঐ technology যে প্রকাশকে দীপ্ত করতে হয়েছে তারই একান্ত উন্মোচনী। সত্যময় চেতন। এখন ফুটে উঠবার ক্ষণে মানব চেতন হয়ে উঠবে সদাপ্রকাশী এবং মহৎ জীবন সম্ভার। এই জীবন সম্ভারী অথবা হয়ে উঠবে আগ্রহী সরাসরি ব্রহ্মপ্রকাশী।

অন্তরীক্ষের দিবি সে অন্যঃ পক্ষৌ। অধঃ অন্যম।
নাভিমণ্ডল হতে ঃ অচিকৃষম। কুবিৎ সৌমস্য অপাম ইতি।
অহম্, অস্মি মহামহো। অভিনভ্যম্।
উদীষিতঃ কুবিৎ সোমস্য অপামহতি।। (ঋ.বে. ১-০/১১৯/১১-১২)

নিত্য সনাতন হয়ে কাশী পথ ধরে চলেছি এগিয়ে সম্মুখে।
সময়ের স্পন্দনের প্রতি বিন্দুর হয়ে রয়েছে স্ফিত।
সৃষ্টির মূর্ত স্পন্দনে হয়েছে এপর্যন্ত অনন্ত প্রকাশে।
এখন এসেছে মানবের বিপুল বার্তা প্রকাশ পর্বে
দেবসূর্যের মূর্ত প্রকাশ যাচ্ছিল যাগরণের পথ দিয়ে।
অন্তরীক্ষের শক্তি হয়েছে মহিমান্বিত নিত্য পথের ররর হয়ে।
সময়ের রথ নিয়ে চলেছি এগিয়ে সত্যেরই হয়ে
হোক ব্যপ্র ব্যাপ্ত এও নিয়েছো যদি বা ......

প্রজ্ঞার বার্তায় ঃ
গৃহ, যামি অরঙ্কৃত। দেবেভ্যঃ হব্যবাহন।
কুচিৎ সোমস্য অপাম ইতি।
তৎ ইদাম ভূবনস্য কেষ্টং। যতঃ যজ্ঞ উগ্রত্বেষনঃ ঋগণগ্ন।
সদ্যৌ জজ্ঞানো রি রিনাত্তি শক্রন্। অনুয়ং বিশ্বে মদনি উমা।।
(ঋ. বে. ১০/১১৯/১৩, ১/১২০/১)

প্রজ্ঞার বাহনে হয়েছে জীবন গতিষ্মান, চলেছি এগিয়ে।
দেবতার বার্তা হয়েছে ব্যপ্ত সর্বত্র হয়ে দেবশক্তির সহযোগি।
পথচলার এই প্রত্যক্ষ প্রভায় হয়েছে অন্তর বিশুদ্ধতায় ভরপুর।
এখন একান্ত বিকাশ হবে জীবন ময় করে সত্যপ্রদীপ ভাস্বর।
বিকাশের ঐ পর্ব এখন জীবন প্রকাশের দীপ্তি প্রভায়।
অদিব্যের প্রতিরোধ আহ্বান জীবনের উন্মেষ ঘটায়।
যে ভাববিকাশ হয়েছে সাধন পথের নিত্য ভাবধারায়।
হোক একাগ্রতায় সাধন প্রয়াস এখন জগৎমাঝে।

জগদানন্দ আর বিষযানন্দ জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি। উভয়েই জাগতিক জগতের পটভূমিতে এই জগদানন্দ আর বিষয়ানন্দের জন্য ঘরে ঘরে কর্মের পরিচয় গড়ে ওঠে। পরিচয়ের এই মাধ্যম থেকেই ফুটে উঠতে অনন্ত কালব্যাপী সময় লাগতে পারে; আবার যদি ভাগবৎ পথের এক প্রান্ত যেমন জীবনে ঐ প্রথম অনুধাবন করাহে দৎপর জীবনমাঝে দীর্ঘ বা অনন্ত কালের পটভূমিতেই হবে প্রজ্ঞালাভ। সাধক এখন থাকবে ভগবৎ কৃপা বৃত্তের মধ্যেই। এখন সাধকের অন্তরের প্রকৃত ভাব ফুটে উঠবে। জীবন মাঝে এখন পূর্ণ কৃপার ফসল। যে সার্থক, ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করেই হবে অধিকারী।

আনন্দঃ ব্রহ্মঃ ইতি ব্যজনাৎ
আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দের জাতানি জীবন্তি।
আনন্দঃ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি।। (তৈত্তী. উপ. ৩/৬/১)

আনন্দের অধিকার এখন সকলের মাঝে হয়ে উঠবে ব্রহ্মানন্দ সংগীতের সুরে জীবনের মাঝে উঠবে ফুটে। আনন্দের সর্ব প্রকরণই জীবনের কাছে আনন্দের ডালি নিয়ে গড়ে তুলবে এই জীবনকে শুধুমাত্র বরণ করে নিয়ে। শুধুমাত্র ভগবানকেই বরণ করে নেবার এই অনবদ্য অভীপ্সার পথে ব্রহ্মানন্দের হয় সঞ্চার। জীবনের রীতি প্রকৃতভাবে জীবনের মাঝে এসে যাওয়া সবই আনন্দের দ্যোতনা নিয়ে আসবে এমন ক্ষণে। ভগবানের দান এই জীবন, জীবনের কর্ম, জীবনের আশ্রয়; যা কিছু হয়েছে জীবনের জন্য একান্তভাবে অনুসঙ্গ এ সবই আনন্দের আকর হয়ে জীবনের প্রতিটি সময়ের বিন্দু অথবা জীবন প্রবাহের প্রতিটি কণার পথ দিয়ে গড়ে উঠবে নবীন আশ্রয়। এমন আশ্রয় যার একান্ত ভাবদীপ্তি যেন আবিষ্কৃত হয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলবে আগামীর অভিমুখে। অনন্ত এই কালপ্রবাহ জীবনকে করেছে দান তার সব সম্ভার। এখন বিশ্বাসী ভক্ত প্রাণের হয়েছে সময় ঐ আনন্দের দান করে গ্রহণ করে আবার জগৎ মাঝে ভগবানের প্রজ্ঞা আর ভক্তির বিশেষ দান জীবনকে ক্ষুদ্রত্বের সীমাকে পেরিয়ে এখন বৃহতের সঙ্গে যোগ করবে। বিশ্বাস-ভক্তির আবাহনে অন্তরস্থিত আত্মপরিচয় গড়ে দেবার এখন ক্ষণ।

—ঃঃ—

একাকীত্বের সঙ্গী ভগবান

প্রণবেশ রায়

মানুষ বাস্তবিকই বড় একাকী। এই বিশাল পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ একা। তাকে বোঝার মতো কেউ নেই। তার কষ্ট, দুঃখ লাঘব করার মত কেউ নেই। তাকে সঙ্গ দেবার মত কেউ নেই। তাকে উপদেশ দেবার মত কেউ নেই। তার মনের কথা বোঝার মত কেউ নেই। কিন্তু কেন? তার বাবা, মা, ভাই, বোন, স্বামী স্ত্রী, আত্মীয়, পরিজন অনেকেই তো আছেন। পুত্র, কন্যারা তো আছেনই। বাড়িতে পরিচারিকা আছেন।—পাশের বাড়ির প্রতিবেশী আছেন। আর কেউ না থাক, অন্ততঃ বন্ধুবান্ধবরা তাাকে সাড়া দিতে পারেন। এটা খুবই কাঙ্খিত। কিন্তু দিনের শেষে যখন সন্ধ্যা নামে, মানুষ যখন প্রদীপ, ধূপ জ্বালিয়ে দেবমূর্তির কাছে দুটো হাত জড়ো করে মাথায় ঠেকায় ভগবানকে স্মরণ করে, তখন সে তার মনে পায় অপার শান্তি। এখানে কে ভগবান? ধূপের গন্ধ, প্রদীপের আলোর দীপ্তি, দেবমূর্তি, নাকি এই সন্ধ্যাবেলার অল্প অন্ধকার, নাকি দেবালয়ের দেওয়াল নাকি কোনোটাই নয়। —কে ভগবান? সে জানে না। জানার চেষ্টা ও তার নেই। সে শুধু ভগবানের সাথে দিন শেষে যোগাযোগ করতে চায়। সে জানাতে চায় তারমনের কথা। মন বুঝে কথা বলার মতো তার তো কেউ নেই। তার চারিপাশে অনেক লোকজন আছেন। কিন্তু তাকে বোঝার মতো কেউ নেই। তার দুঃখ, কষ্ট যন্ত্রণা, সিদ্ধান্ত—এসব কথা ধৈর্য্য ধরে সোনার মতো আপনজন কোথায়? ঘন অন্ধকার পথ ধরে একাকী চলার সময় অথবা কোনো যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসাপদ্ধতি নিজের ওপর যখন প্রযুক্ত হয় তখন অথবা সম্পূর্ণ একা জীবন নির্বাহ করার সময় অথবা চূড়ান্ত অপমানিত হবার সময়—একমাত্র আশ্রয় ভগবানের শ্রীচরণ। তিনি মানুষের কাছে একমাত্র ভরসা। সে জানে না ভগবান কে? তা সত্ত্বেও সে ভগবানকে ভরসা করে, ভালোবাসে, বৃদ্ধ, অসক্ত মানুষ তার শরীর এর শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলে। যে কোন সময় তার বিপদ হতে পারে। সে জানে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার কোনো দায়, বা দায়িত্ব ভগবানের নেই। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। জগৎ তার নিজের ছন্দে চলেছে, মানুষ—এই সবকিছুর মধ্যেই ভগবানের অস্তিত্ব আমরা যে শ্বাসবায়ু গ্রহণ করছি, সেখানেও ভগবানের অস্তিত্ব। আলাদা করে মানুষ আর ভগবানকে কখন চিন্তা করবে? যে সর্বক্ষণ ভগবানের সঙ্গেই আছে। —কিন্তু আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব, অর্থ সম্পদ—সুখময়—এসবের সংস্পর্শ তাকে ভগবানের কথা ভুলিয়ে দেয়। একাকীত্বের যন্ত্রণা তাকে মনে করিয়ে দেয় ভগবানের কথা। ভয় ভীতির তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত মানুষ অদৃশ্য ভগবানের কথা স্মরণ করতে থাকে, —কিন্তু তিনি সর্বত্র বিরাজমান। এমন কি ধূলিকণাটুকুর মধ্যেও তাঁর অস্তিত্ব—বিভিন্ন, পশু, পাখি, পোকামাকড়—সব কিছুই ভগবানেরি প্রকাশ। ভগবান সর্বত্র, সকল রূপের মধ্যেই বিরাজমান। শুধু মাত্র তাঁর অতি অস্তিত্ব মানুষকে অনুভব করতে হবে। আপাত একাকীত্ব মানুষকে বুঝতে শেখায় ভগবানই তার একমাত্র আপনজন। তাঁকেই সে শুধুমাত্র ভরসা করতে পারে। তিনিই তার আপনার চেয়ে আপন জন।

—ঃঃ—

শুধু সমর্পণই অন্ধ তমসা মুক্ত করে

মানবেন্দ্র ঠাকুর

এমন কিছু জিনিস আছে আমরা সেগুলোর কাছে গেলেই এবং না চাইলেও পেয়ে যাই আগুনের উষ্ণতা, জলের শীতলতা, ফুলের সুবাস। ঈশ্বরের কাছেও কিছু চাইবেন না; শুধু ঈশ্বরের কাছে আপনার নিকটস্থ বাড়ান, আপনিও না চাইতেই সব কিছু পেতে ওরা করবেন।

“সে মূর্তি ভালো লাগে তারই ধ্যাস করবে। কিন্তু জানবে যে সবই এক। কারও ওপর বিদ্বেষ করতে নেই। শিব, কালী, হরি, সব একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব, সে সেই ভাবটি নিয়ে থাকে। বহিঃ শৈব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি (কালী), আবার তিনিই নবরূপে গৌরাঙ্গ। বৈষ্ণব, শাক্ত সকলেরই পৌঁছানোর স্থান এক। তবে পথ আলাদা। যে এ করেছে, সেই ধন্য”। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব দেখতে পান, দুবেরই জিনিযও দেখতে পান, সব কিছু জানতে পারেন, মনের কথা জানতে পারেন। ভক্ত কালীদাস মজুমদার তার একবার প্রমাণ পেলেন। এইভাবেই সে “ভক্ত কালীদাস তখন খুব ছোট।

বরানগর আশ্রমের প্রাইমারী স্কুলে পড়তো। ডানপিটেমি আর নানা দুষ্টমীতে সে চিরকালই ছিল নাম্বার ওয়ান। কিন্তু আর কাউকে ভয় না কেরলেও ঠাকুরকে ভীষণ ভয় করতো। দেখতো সব বড় বড় জ্ঞানী গুণী মানুষ, মাস্টার, হেডমাস্টার, সবাই ঠাকুরের কাছে কেমন বিনয়নত হয়ে বসে থাকেন। তাছাড়া প্রায়ই শুনতো ঠাকুর সব দেখতে পান, দুবেরজিনিষও দেখতে পান সব কিছু জানতে পারেন, মনের কথা জানতে পারেন। এসব শুনে ভয়ও করতো; আবার প্রশ্নও জাগতো মনে।

একদিন ঠাকুরকে পরীক্ষা করার মত রোমাঞ্চকর মুহূর্ত এসে উপস্থিত হল কালিদাসের সামনে। সকালে উঠেই একটা জোল হৈ চৈ শোনা গেল। স্যার মহারাজের সব থেকে টেবিল ঘড়িটি চুরি গেছে। তখনকার দিনে টেবিল ঘড়ি একটি মূল্যবান বস্তু। সবাই একবাক্যে বললো বাগানের মালী জটাধারীই চুরি করেছে। দু-চার মা দেওয়াও হল। কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকার করে না। শেষে তাকে সবাই মিলে ধরে নিয়ে এল গঙ্গার ধারে যেখানে শ্রীঠাকুর সনৎ এসে বসেছিলেন বহু সাধু ও ভক্তদের নিয়ে। ঠাকুর অভিযোগ শুনছেন। কালীদাস ভাবছে আজ পরীক্ষা হয়ে যাবে ইনি সত্যিই সব জানতে দেখতে পারেন কিনা। রোমাঞ্চ-তখন অধীর হয়ে উঠেছে ছোট্ট কালীদাস। ঠাকুর সব শুনে জটাধারীকে উদ্দেশ্য করে সোজা বলে উঠলেন—'শোনো, জটাধারী, ঘড়িটা তুমিই নিয়েছো। নিয়ে সোজা গেট দিয়ে বেরিয়ে চলে গিয়েছো জয়ন্ত বাবুর বাড়ীর ঠিক আগের বাড়ীতে। ঐ বাড়ীর মালিকের কাছে ঘড়িটা রেখেছো। ভদ্রলোক খাটের উপর শুয়ে আছেন, ওঁর পায়ের কাছে ওঁর স্ত্রী বসে আছেন আর ভদ্রলোক বাঁ হাত দিয়ে পাশের টেবিলে রাখা ঐ ঘড়িটাকে নেড়ে চেড়ে দেখছেন।' জটাধারী মাথা নিচু করে চুপ করে রইলো। স্বীকৃতির লক্ষণ দেখে সবাই বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—'কেউ ওকে মারবে না, ওকে তাড়াবে না।'

কালীদাস স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে সব দেখেশুনে। তবু অধীর উৎকণ্ঠার শেষ পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ পরই জটাধারী নিজেই গেট দিয়ে বেরিয়ে জয়ন্তবাবুর বাড়ীর ঠিক আগের বাড়ীর ভেতর গিয়ে ঘড়িটা নিয়ে ফিরে এল। কালীদাসের মনে আর সন্দেহের লেশ ও রইলো না। ফলে একদিকে যেমন অটল বিশ্বাস এল মনে, অন্য দিকে চুকে গেল আরও ভয়। ঠাকুরের কাছে যেতেও সে ভয় পেতো। কত দুষ্টমী কত দোষে করেই আছি। ঠাকুর সে সব জানেন। যাই হোক, ঠাকুরের এই সর্বদর্শিতার বড় প্রমাণ কালীদাস পেলো এক চরম মুহূর্তে। স্বামী মৃগানন্দের' অলৌকিক কৃপামা সত্যানন্দ' থেকে গৃহীত।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ও যে নির্গুণ ভগবানের গুমের পরিমাপ করতে পারেন না, ভক্ত জনের শ্রেষ্ঠতম আশ্রয় সেই ভগবানের লীলাকথা শ্রবণে কি রসিকজনের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হতে পারে?

ঋষিরা বললেন, হে সূত, তুমি পণ্ডিত ও ভগবদ্ভক্ত, সুতরাং ভক্তের এ কাণ্ড আশ্রয় ভগবানের সুনির্মল লীলাকথা আমাদেব . নিকট বিস্তৃতভাবে বর্ণনা কর—আমরা অত্যন্ত শ্রবণোৎসুক হয়েছি। হে সূত, মহামতি ও ভক্তপ্রবর রাজা পরীক্ষিৎ ব্যাসনন্দন শুকদেবের নিকট হতে সে ভগবৎ-তত্ত্ব অবগত হয়ে, গরুঢ়ধ্বজ শ্রীহরির চরণ যুগল প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই ভগবানের লীলাকথা তুমি আমাদের শ্রবণ করাও। হে সূত, তুমি সেই অতি শ্রেষ্ঠ পবিত্র, ভক্তিরসাশ্রিত, ভগবানের লীলা যুক্ত, ভক্তিমানের পক্ষে একান্ত প্রিয় পরীক্ষিতের কাহিনী আমাদের নিকট সবিস্তারে বল।

সুত বললেন, অহো। আমি বর্ণসঙ্কর হয়েও আপনাদের মতো জ্ঞানবৃদ্ধাগনের স্নেহাদর লাভ করে নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করছি। মহৎ ব্যক্তিদের সাদর সম্ভাষণ ও আলাপাদির দ্বারা নিম্নবর্ণজাত ব্যক্তির মানসিক কেশ ও সঙ্কোচ দুরীভূত হয়।

অপরিমেয় শক্তির আধার শ্রীভগবান ভক্ত বাৎসল্য প্রভৃতি গুণ প্রাধান্য হেতু অনন্ত বলে অভিহিত থাকেন। ভক্তশ্রেষ্ঠদের একান্ত আশ্রয় সেই ভগবানের নাম কীর্তনেই সকল দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়—আর অধিক কি বলার আছে?

ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁকে প্রার্থনা করেন। সেই লক্ষ্মীদেবী তাঁদের পরিত্যাগ করে, অপ্রার্থতা হয়েও যে শ্রীভগবানের চরণরেণু লাভের প্রার্থনা করেন। সেই ভগবান অপেক্ষা অধিক গুণ কারোর নেই। এমনকি সমান গুণও কারো নেই—এতদূর বলা হলেও যথেষ্ট বলা হল না।

আরও দেখ, যাঁর পাদ নখ থেকে নির্গলিত হলেও জলরাশি ব্রহ্মা কর্তৃক অর্ঘরূপে সমর্পিত হয়ে ও মহাদেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমগ্র জগৎ পবিত্র করছে, সেই মোক্ষদাতা মুকুন্দ ব্যতীত সংসারে আর কেউ কি ভগবৎ পদবাচ্য হতে পারেন? (অর্থাৎ, হতে পারেন না)।

ধীমান ব্যক্তিগণ যে মুহূর্তে ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হন, সেই মুহূর্তেই তাঁরা জাগতিক সকল ভোগ্য বস্তুর উপর থেকে গভীর আসক্তি বর্জন করে অহিংসা ও শান্তির পরকাষ্ঠা পরমহংস অবস্থা প্রাপ্ত হন।

—ঃঃ—

নৈবেদ্য

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

ফুলফল পাতার নৈবেদ্য সাজিয়ে
এনেছি আজ
সুগন্ধিত ধুনো ধূপের কাঠি
চিকন পিতলের থালায় সুসজ্জিত সবই
এমন কী একপ্রস্ত নতুন বস্ত্র চন্দনের গুঁড়ো
সঙ্গে গুরু দক্ষিণাও আনতে ভুলিনি।
সমস্ত নৈবেদ্য অর্পিত হল চরণে তোমার
আরও আছে — দুঃখ সুখ হাসি আহ্লাদ
জীবনে চলার পথে ক্ষণিক ঝিলিক
অশ্বখুরের শব্দে ধাবমান হৃৎপিণ্ড মন
আর যত মনন চিন্তন জটিল স্নায়ুর ক্রিয়া
সবই সমর্পিত নিবেদিত শ্রীচরণে তোমার
এই অপরাহ্ণ বেলায় পশ্চিমের গৈরিক আলোয়
সবই গ্রহণ করো প্রভু।

—ঃঃ—

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীর অলৌকিক বীরত্ব

পার্থ সারথি বসু

নেতাজীর সেনারা তাঁকে ঈশ্বরজ্ঞানে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা করতেন তা সচক্ষে দেখেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের এই বীর সন্ন্যাসী স্বামী ভাস্করানন্দজী। তিনি আরও লিখেছেন, "নেতাজী যখন দেখিলেন প্রায় ৫০০০০ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী রণাঙ্গনে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে তখন তিনি অনিতিবিলম্বে তাহার কর্মক্ষেত্র লোনান (সিঙ্গাপুর) হইতে রেঙ্গুণে সমবেত হইতে লাগিল। সেখানে উপযুক্ত সৈন্য শিবির তৈরী হইল পাঠাইবার পূর্বে নেতাজী তাহাদের জন্য Tea Party -র ব্যবস্থা করিতেন এবং স্বয়ং ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাহাদের "See Off" আনন্দিত হইত। নেতাজীর মুখ হইতে আশ্বাস বাণী পাইয়া তাহাদের প্রাণ অস্বভাবিক শক্তির সঞ্চার হইত। সীমান্ত ইহাতে প্রত্যাবৃত্ত অনেক যোদ্ধার মুখে শুনিয়াছি তাহারা নেতাজীকে পিতামাতা ও দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করে এবং আন্তরিক শ্রদ্ধাও ভক্তি করে। কে বলিবে নেতাজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবের মুখ কারণ ছিল? ত্যাগের মূলমন্ত্র ও পত সাধু সঙ্গেই কি তাহাদের এমন হইয়াছিল? প্রবল প্রতাপাদিত্য রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্তী হতিেও তাঁহার স্থান অতি উচ্চে তাহা সহজেই অনুমিত হইত।" (উদ্বোধন)

নেতাজীর ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর অমিত বীর্য এবং মহান আত্মত্যাগের অমর কাহিনী স্বাধীন ভারতের জনগণের কছে প্রচার করা হোত তাহলে মাতৃশক্তির জাগরণে দেশে আবির্ভাব হোতঅসংখ্য মহান দেশপ্রেমিক ত্যাগ ত্যাগব্রত দীক্ষিত সন্তানদের। ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে পরিণত হোত এক মহাশক্তিধন আদর্শ মানবিক রাষ্ট্রে।

আমাদের সরকার, রাজনৈতিক দলগুলি এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবিক যখন মৌন এবং উদাসীন তখন এক বিদেশীনি Vera Hisdebrand দীর্ঘ পরিশ্রম এবংগবেষণা করেনেতাজীর ঝাঁসী রাণী ব্রেগেডের অসাধারণ ত্যাগ এবং সংগ্রামের কথা লিপিবদ্ধ তাঁর মূল্যবান পুস্তক "Woman at war Subhas Chandra Bose and the Janshi Rani Regiment" এ। তিনি দুঃখ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখছেন, "More than seven decades later, the history of these brave woman soldiers in little khown,

extraordinary service and the role played by Subhas Chndra Bose having largely unexprosed... She cherismatic Bengali nationalist Subhas Chandra Bose. (1887-1945), the most prominent leader promating arned rebellion against British Raj, matured to hold advanced views of his time on gender issues."

Page 1-2

Mrs Hilderman দুঃখ লিখেছেন স্বাধীনতার পর 10 টি দশক কেটে গেলেও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ঝাঁসী রাণী বাহিনীর এই বিরাট আত্মত্যাগ অপ্রকাশিত থেকে গেল। সুভাষচন্দ্র তাঁর থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন নারী প্রগতির ব্যাপারে সে কথা তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। বর্তমান কালে নারী স্বাধীনতা নারী-পুরুষের সমঅধিকার নিয়ে যখন সুখী সমাজের মধ্যে প্রবল আন্দোলন এবং আলোড়ন চলছে তখন আজ থেকে বহুকাল পূর্বে সেই ১৯৪৩ সালে নেতাজী নারী জাতিকে কি অভূতপূর্ব সম্মান প্রদর্শন করে পুরুষের সাথে সমানাধিকার দিয়েছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে ভাবীকাল পরমশ্রদ্ধার সাথে নেতাজীর এই অবদানকে স্মরণ করবে।

ঝাঁসীর রাণীর অস্ত্রহাতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীরের অসামান্য মৃত্যু বরণের কাহিনী পড়ে নেতাজী অবিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যৌবনেই যেন দিব্য দর্শন পেয়েছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে আধুনিক ভারতের মাতৃশক্তি অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে সতন্ত্রভাবে রণভূমিতে ইংরাজাসুর বধে সামিল হয়ে পুরুষের সাথে গৌরবের সমান মহিমায় ভূষিত হবে। যে অসংখ্য নারীরা নেতাজীর আহ্বানে ঝাঁসী-রাণী বাহিনীতে যোগ দিয়ে কঠোর এবং কঠিন সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে ছিলেন তাঁরা মাতৃভূমির মুক্তির জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। নেতাজীর অসামান্য ব্যক্তিত্বের দুর্নিবার প্রতিরোধ্য আকর্ষণে, সমাজ পরিবার, দেহ সুখ এবং মৃত্যুভয়ের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে এমনকি শত্রু পক্ষের সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষিত হবার প্রবল সম্ভাবনার কথা চিন্তা না করে নিজেদের চরম ঝুঁকি নিয়ে জীবন বলিদানে অগ্রসর হয়েছিলেন। বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রথম একটি স্বতন্ত্র নামে নারী Regiment তৈরী হয়েছিল যা সেই যুগে কেউ কল্পনাও করতে পারতো না।

ভারতীয় নারীর শৌর্য্য, বীর্য, ত্যাগ এবং আত্মবলিদান এর সাথে নেতাজীর প্রতি তাঁদের প্রশ্নাতীত আনুগত্য, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা শ্রীমতী Hinderbrand মত একজন উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বিস্ময়াভূত করেছিল। বিভিন্ন দেশজুড়ে দীর্ঘ গবেষণা করে এই বিদগ্ধ বিদেশিনী ঝাঁসী রাণী বাহিনী নিয়ে যে পুস্তক লেখেন তা ভারতের স্বাধীনতার এক গৌরবজ্জ্বল ঐতিহাসিক দলিল, Hilderman লিখছেন, "Bose named Rani of Jhanshi Regiment after Rani of Lakshmibai of Jhanshi, the Indian heroine who died on the battlefield fighting aginst the British during the 1857 Indian rebellion. As Lakshmi Swaminathan Sahgal (1914-2012), the commander of the unit, explained in an interview with me in Kanpur in January 2008, 'Netaji (Subhas Chandra Bose) told us that he chose the name "Rani of Jhansi" for the Regiment because he had real an article by an Englishman, who after the Muting in 1857 wrote that if these had been a thousand women live the Rani, we could never have conqurised India."

In the year since the R J R Surender in 1945, the story of Subhas Chandra Bose and the Rani Regiment of female combatants, as signature symbols of both the nationals fight for independence and of Indian women's struggle for gender equality, has taken on the aspect on rayth. My interviews with the Veteran Ranis together with archival research comprise the evidence that seperates the rigth of the Bengali hero and his jungle warsior raidens from historical fact, and this resulting book presents an accurate narrative of the Ranis the facts are nearly as impressine as the myth.

The Rani of Jhansi infantry and nursing units of the I N A cassilaed entirely of Civilion volunteers lack any prior military of training. They were recruited from tradional indian families of diasporas in Singapore, Malya and Barma. The number if women in the Rani Regiment as high as five thousand. Through new research, this book establishes the accurate number. Almost of these new soldiers had beeb engaged in

Political activity before joining the Rani Regiment. They were deeply devotes to Bose's nationalist cause, welet through vigorono military training before they were deployed to north central Burmah in 1944 when the INA in concert with the Japanese 15th Army, fought the Allied force in an attentry to cross the border from Burma into the Indian state Manipur at the city of Imphal."

– Woman at War

Subhas Chandra Bose and Rani Jhansi Regiment. page- 2-3

নেতাজীর দিব্য আকর্ষণ এবং জ্বলন্ত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত গোড়ামীর উর্দ্ধে উঠে ভারতীয় নারীরা পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে নেতাজীর বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন তা ছিল এক অভূতপূর্ব অকল্পনীয় মহাপ্রেরণামূলক ঘটনা যা যুগে যুগে ভারতের মহান নারীশক্তিকে দেশপ্রেম, ত্যাগ বীর্য এবং বলিদানে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রূপে সর্ব সমাজে মাতৃশক্তি অনুপ্রাণিত করবে।

দীর্ঘ পরিশ্রম, গভীর তথ্যানুসন্ধান এবং অসাধারণ মনীষার সাহায্যে যে গহন অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া অজানাকে দিনের আলোতে প্রকাশ করে একজন বিদেশীনি তার জন্য প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর কাছে MRS. VERA HINDEBRAND চিরকালীন শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠাত্রী হয়ে থাকবেন।

Mrs. Vera Hindebrand নিছক একজন সাধারণ ঐতিহাসিক নন বা লেখক পেশাদারী লেখিকা নন। তিনি একজন মার্জিত অতি উচ্চশিক্ষিত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্না ভারততত্ত্ববিদ, তাঁর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেই বোঝা যাবে তাঁর গবেষণার ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

"With a doctorate in Indian history and culture from Gorgetown University, Washington, D C, Vera Hildebrand is a sinior research fellow at the Nordie Institute of Assian studies at university of Copenhagen, Denmark. Previously, she taught at Harvard university and university of Copenhagen.She is the co-editor of At Home in the world. A window on contemporary Indian Literature (2002).

For woman at war, she travelled to Malaysia, India, Singapore, the United States, Great Britain and Japan to identify and interview all survising soldiers of the Rani of Jhansi Regiment (RJR) of the Indian National Army, as well as mall Indian and Japanese soldiers who had worked with RJR in world war 11 in Bhimah."

From ' women at war

Subhas Chandra Bose and the Rani of Jhanshi Regiment.

উপরের Vera Hildebrand এই যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া তাতেই বোঝা যাবে তাঁর অসাধারণ মনীষা এবং অধ্যাবসায় য কাজ আমাদের ঐতিহাসিকদের কর্তব্য কর্ম তা করলেন একজন পরদেশী ঐতিহাসিক, এই বই থেকে কিছুটা অংশ উল্লেখ করেছি। পুরো পুস্তকটি পড়লে বোঝা যায় কত নিষ্ঠার সাথে তিনি নেতাজীর অসাধারণ কর্মকাণ্ডের একটি উজ্জ্বল অধ্যায় ঝাঁসীর রাণী ব্রিগেডের অসাধারণ ত্যাগ, দেশপ্রেম এবং শৌর্যের অমর বীরগাথা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অসামান্য নেতৃত্বে ঝাঁসীর রাণী ব্রিগেডের নারী প্রায় ৮০-৮২ বৎসর পর্বে যেভাবে ভারতমাতার মুক্তির জন্য আত্মবলিদান নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন এবং তাঁরা এই মহান মানুষটিকে দেবপুরুষরূপে শ্রদ্ধা করে এসেছেন সে কাহিনী পড়লে শিহরিত হয়ে যেতে হয়। ১৯৪৪ সালের প্রথমদিকে যখন আজাদ-হিন্দ-সেনারা ইম্ফল আক্রমণের জন্য ব্রহ্মদেশে যাত্রা করে তখন ঝাঁসীর রাণী মেয়েকে যুদ্ধে যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। নেতাজীর কাছে তাঁরা বারে বারে আবেদন করতে লাগলেন যে তাঁরাও শত্রুসেনার বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তাঁরা নিজেদের নিজেদের রক্ত দিয়ে নেতাজীর কাছে আবেদন করলেন যাতে তাঁদের মনের এই তীব্র বাসনা নেতাজী যেন পূরণ করেন। মেয়েদের এই আগ্রহ দেখে নেতাজী তাঁদের এই আবেদন মঞ্জুর করলেন।

পাশ্চাত্যের নারী সমাজের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীন কর্মদ্যোগ দেখে স্বামী বিবেকানন্দ মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্বামীজীও চাইতেন ভারতীয় নারীরা স্বাধীনভাবে বীরঙ্গনার জীবনযাপন করুক, স্বামীজীর এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন তাঁরই ভাবশিষ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র, নেতাজীর নেতৃত্বে যে অভূতপূর্ব নারী জাগরণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাটীতে তা আমরা বর্তমানে কল্পনাও করতে পারব না। নেতাজীর স্বপ্ন ছিল ইংরজেকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর সেনাবাহিনী যখন শহরের মধ্যে দিয়ে বিজয়োল্লাস মার্চ করতে থাকবে তখন তাঁর নেতৃত্বে দেবে ঝাঁসী নারী বাহিনীর। শাহনাওয়াজ খান এই সম্বন্ধে লিখেছেন, আজাদ-হিন্দ ফৌজ ইম্ফল আক্রমণ শুরু করলে ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর দলগুলিকে মেমিওয় (Maymyo) নিয়ে যাওয়া হয়। এঁরা প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণীর কাজ ছিল যুদ্ধ অপরটি শুশ্রুষা, কিন্তু প্রত্যেক মেয়েকেই যুদ্ধ ও হাসপাতালের সুশ্রুষার কাজ দুই শেখান হত।

এদের যুদ্ধ করা সম্বন্ধে নেতাজী বলতেন—ইম্ফল জয়ের পর এদের যুদ্ধ করতে নামানো হবে। নেতাজীর অভিপ্রায় ছিল কলকাতা যদি কোনদিন জয় করা সম্ভব হয় তবে এই ঝাঁসীর রাণী বাহিনীই সেদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মুখ বাহিনী হয়ে বিজয়োল্লাসে সে নগরীতে প্রবেশ করবে। আমাদের ইম্ফল অভিযোগ ব্যর্থ হওয়ায় ঝাঁসীর রাণী বাহিনী যুদ্ধ করবার সুযোগ পায়নি বটে, কিন্তু আমি বলতে পারি, এ সুযোগ পেলে এই বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবিকারা নিঃসন্দেহে তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণ করে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারতেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই ছিল বাঘের মত সাহস আর ইস্পাতের মত দৃঢ়তা। তাঁদের ট্রেনিং এর শেষের দিকে প্রায় আধমণ ওজনের ভারী রাইফেল আর গোলাবারুদের বোঝা নিয়ে সপ্তাহে দু'দিন ১৫ থেকে ২০ মাইল হাঁটতে হোত। শারীরিক শিক্ষা গ্রহণের সময় প্রতিদিন সকালে একটানা তাঁদের ২ মাইল দ্রুতগতিতে দৌড়তে হত। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে একবার আজাদ হিন্দ ফৌজ আনুষ্ঠানিক কুচ্‌কাওয়াজ হয়। প্রায় ৩০০০ হাজার সৈনিক এতে যোগদান করে। ঝাঁসীর রাণী বাহিনী ছিল এর দক্ষিণ ভাগের অগ্রণী দল। প্রধান প্রধান জাপানী জেনারেল, বর্মী মন্ত্রী এবং রেঙ্গুনে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই প্যারেড দেখতে এসেছিলেন। নেতাজী একমঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন এবং সৈন্যরা তাঁর সামনের এক খোলা মাঠে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনলেন।"

—আজাদ হিন্দফৌজ ও নেতাজী পৃঃ ২৬০

শুধু আজাদ হিন্দ ফৌজের পুরুষ সৈনিকেরা নয় ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর তরুণীরা তাঁদের জীবনের সমস্ত রঙ্গীন স্বপ্ন দূরে সরিয়ে রেখে ভারতবর্ষের ইতিহাসের দৈব পুরুষ নেতাজীর নেতৃত্বে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য মৃত্যু আলিঙ্গন করতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। ভয়ংকর যুদ্ধের মধ্যে কি অসীম সাহস নিয়ে নারীবাহিনীর সদস্যরা মৃত্যুকে বরণ করে ত্যাগ এবং বীরত্বের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। শাহনাওয়াজ খান লিখেছেন, "নেতাজীর বক্তৃতা শেষ হলে সৈন্যদের মার্চ করে নেতাজীকে অভিবাদন করতে আদেশ দেওয়া হল। ঝাঁসীর রাণী বাহিনী মার্চ আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গে বিমান আক্রমণের সঙ্কেত ধ্বনি শোনা গেল। কাছের বিমানঘাটি থেকে জাপানী জঙ্গী বিমান রেঙ্গুন আক্রমণ করতে আসছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তারা এসে গেল এবং আমাদের মাথার উপরে ভয়ঙ্কর মেশিনগানের যুদ্ধ আরম্ভ হল। জাপানী জেনারেল এবং অন্যান্য দর্শকবৃন্দ বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে ভয়ে পালিয়ে নিরাপত্তার জন্য পাশের সব পরিখায় আশ্রয় নিলেন। নেতাজী তখনও মঞ্চের উপরে প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন এবং ঝাঁসির রাণী বাহিনীর মেয়েরা অচল নিরুদ্বিগ্নচিত্তে মার্চ করে চলে গেল, যেন কিছুই ঘটেনি। হঠাৎ শত্রু বিমানগুলি ছোঁ মেরে নেমে এসে যেখানে প্যারেড হচ্ছিল তার উপর দিয়ে গেল, যেন কিছুই ঘটেনি। একখানা শত্রু-বিমান মাটি থেকে ৫০ ফুটের মধ্যে এসে নেতাজীর প্রায় ১০০ গজ দূর দিয়ে চলে গেল। বিমানধ্বংসী কামান থেকে এই বিমানখানির উপর গোলা ছুঁড়তে লাগল, তারই একটা গোলা লেগে ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর একটি মেয়ের মাথা উড়ে গিয়ে মৃত্যু হল। অন্যান্য মেয়েরা এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না, তাঁরা দৃঢ় পদক্ষেপে নেতাজীর সামনে দিয়ে মার্চ করে গেলেন, শত্রু বিমানটিতে ছ'টি মেশিনগান ছিল—ওরা ঐ মেশিনগান চলালে নেতাজী এবং ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর মেয়েদের মৃত্যুর হাতে থেকে পরিত্রাণ ছিল না।

নেতাজীর ঝাঁসী-রাণী রিজেমেন্টের মেয়েরা পরমপুরুষের মত শ্রদ্ধা করতেন। শাহনাওয়াজ খান তাঁর পুস্তকে কয়েকটি হৃদয়স্পর্শী চিত্র তুলে ধরেছেন যা পড়লে মনে হয় যেন এক দেবদূত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণক্ষেত্রে আবির্ভাব হয়ে তাঁর স্বর্গীয় মহিমা মানুষের হৃদয়ে করেছেন। শাহনাওয়াজ খান লিখেছেন, "আর একবার ১৯৪৪ -এর ডিসেম্বরের প্রথমদিকে ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর কতকগুলি মেয়ে যখন রেঙ্গুন ত্যাগ করে ব্যাঙ্ককে যাচ্ছিলেন— ব্রিটিশ গরিলারা তাঁদের ট্রেন আক্রমণ করে। আমাদের দলের মেয়েরা তখনই

বন্দুক ছুঁড়ে তাদের পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেন। এই যুদ্ধে আমাদের দু'টি মেয়ে মারা যান এবং দু'টি আহত হন কিন্তু আমাদের যা ক্ষতি হয় তার চেয়ে শত্রুদের ক্ষতি করেন অনেক বেশী।

ভীষণ বর্ষার মধ্যে রেঙ্গুন ত্যাগ করে রাস্তায় শত্রু কর্তৃক অনুসৃত হয়ে ব্যাঙ্ককে যাবার সময় তাঁরা যেদৃঢ়তা এবং কষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন তার বিবরণ আমি এর পূর্বেই দিয়েছি। এই অপসরণকালে সুদীর্ঘ ২০০ মাইল পথ তাঁর বন্দুক ও গুলিবারুদ ইত্যাদির ভারী বোঝা বহন করে পায়ে হেঁটে গিয়েছেন। ঝাঁসীর-রাণী বাহিনীর মেয়েদের কার্যাবলী থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়েছে যে প্রয়োজন উপস্থিত হলে আমাদের দেশের মেয়েরা কষ্ট সহিষ্ণুতা সাহসিকতা ও ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি গুণে জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের চেয়ে অপকৃষ্ট নয়ই। উৎকৃষ্টই হবে।" ঐ-পৃঃ ২৬১

কর্ণেল এ. সি, চ্যাটার্জী, মেজর জেনারেল শাহনাওয়াজ খান এবং আয়ারের মত নেতাজীর সহকর্মীরা তাঁদের পুস্তকে এই সমস্ত মহাপ্রাণ নারীর বীরগাথা পুস্তকে বিস্তারিতভাবে বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

শাহনাওয়াজ খান লিখেছেন, "১৯৪৪ সালের অক্টোবর -এর প্রথম দিকে নেতাজী মেমিও যান। যেখানে আমরা একসঙ্গে সৈন্যদর হাসপাতাল দেখতে যাই। সেখানে তখন ২০০০ (দুই) হাজার রোগী ছিল। তাঁদের অধিকাংশের অবস্থাই শোচনীয়, কেউ বা ম্যালেরিয়া ভুগছে, কেউ বা আমাশয়ে, কেউ বা গুলির আঘাতজনিত দুষ্ট ক্ষতে। ঝাঁসীর রাণী রেজিমেন্টের একটি দল এই হাসপাতালে নার্সের কাজ করছিল। কর্মের অনুপাতে তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। বেলা দত্ত নামে কেবল ১৬ বৎসরের একটি বাঙ্গালী মেয়ে একা ৮৫ জন আমাশয় আক্রান্ত রোগীর সেবা শুশ্রুষার ভার নিয়েছি, এই ৮৫ জনের জামাকাপড় ধোয়া, গা স্পঞ্জ করা, জামাকাপড় পরানো-সব কাজ সে একা করত, নেতাজী প্রত্যেকটি রোগীকে যখন দেখে বেড়াছিলেন তখন তাঁদের প্রত্যেকে এই নার্স সম্বন্ধে যা বলেছিল সে কথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না। তারা নেতাজীকে বলে— "বাড়ীতে আমাদের মা বোনেরাও এর চেয়ে ভাল শুশ্রূষা আমাদের করতে পারত না।" শুনে নেতাজীর চোখে জল এসে গেল। নেতাজী বেলাদত্তের কাজের জন্য তাঁকে অভিনন্দিত করে সেখান থেকে অন্যত্র গেলেন।

বেলা দত্ত শুধু ৮৫ জন রোগীকে দেখা শুনাই করত না, তাদের প্রত্যেকের রোগের ইতিহাস তার কণ্ঠস্থ ছিল। সেইদিনই তার কৃতিত্বের জন্য তাকে নায়কের পদ থেকে হাবিলদারের পদে উন্নীত করা হয়।

ঐ- পৃঃ ১৪৬-১৪৭

বিস্ময়াভিভূত হতে হয় যে ১৬ বৎসরের নিতান্ত এক বালিকা আজকের দিনে যিনি আইনত নাবালিকা যার সামনে উঁকি দিচ্ছে ঐহিক জীবনের মত মধুর রঙীন স্বপ্ন। সেই সমস্ত ভোগ-বাসনা এবং রঙিন স্বপ্নকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নেতাজীর আহ্বানে দেশমাতৃকার সেবায় কঠোর পরিশ্রম করে এই সোনার বালিকা আত্মত্যাগের এক বিস্ময়কর মহান নজীর স্থাপন করে এক অমর ইতিহাস রচনা করে গেছেন।

আমরা হতভাগ্য অকৃতজ্ঞ স্বাধীন ভারতের নাগরিকেরা যদি আমাদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে তাঁদের গৌরবময়, বীরত্ব, দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগ থেকে কিছু মাত্র প্রেরণা নেতাম তাহলে দেশের আজ ছন্নছাড়া অবস্থা হোত না।

একজন বালিকা একাহাতে ৮৫ জন গুরুতর অসুস্থ এবং জখম সৈনিক মাতৃস্নেহে পরম মমতায় যে সেবা করেছেন পৃথিবীর ইতিহাস তা বিরলতম ঘটনা।

নেতাজী যে কত বড় মহান এবং হৃদয়বান এবং মাতৃসমায় পরিপূর্ণ ছিলেন তাঁর জীবনের অসংখ্য ঘটনার এর পরিচয়। পুরুষ সিংহ হয়েও তাঁর হৃদয়ের কোমলতা ছিল সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে। অসংখ্য লেখকের লেখনীতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের এই অসাধারণ মানবিক মূল্যবোধ এবং দরদী মনের উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠেছে যা তাঁকে ইতিহাসপুরুষের এক অনন্যসাধারণ জায়গায় চিরকালীন স্থান দিয়েছে।

শাহনাওয়াজ খান নেতাজীর একটি অসাধারণ মানবিক মাতৃহৃদয়ের চিত্র ধরে লিখেছেন, "ঝাঁসীর রাণী রেজিমেন্টের মেয়েদের সাহস, দৃঢ়তা ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য তাদের প্রতি আমি পরম শ্রদ্ধার ভাবপোষণ করি। তাদের হাসপাতালের উপর শত্রু বিমান প্রায় প্রত্যহ বোমা ফেলেছে, মেশিনগান চালিয়েছে, অন্তত দু'বার তাদের কতকগুলি যে বাড়ীতে ছিল শত্রুর আঘাতে সেই বাড়ী চূর্ণ হয়ে সেই ধ্বংসস্তুপে চাপা পড়ে; কিন্তু ভারতমাতার এই সাহসিনী মেয়েরা কিছুতেই তাদের মনোবল হারায়নি।

এই দিনের আর একটি ঘটনার কথা আমার বেশ মনে পড়ে। হাসপাতালে একটি রোগী ভীষণ বেরিবেরিতে ভুগছিল, মুখটা

তার ফুলে উঠেছিল, নেতাজী তার কাছে গিয়ে একটু রহস্য করেই বললেন—"তুমি সেরে উঠছ কবে—বলো?" রোগী তখনই উত্তর করলো—"নেতাজী, আপনি যেদিন আমাদের যুদ্ধে এগিয়ে যাবার আদেশ দবেন সেইদিনই আমি ঠিক সেরে উঠব।"

হাসপাতাল পরিদর্শন কালে নেতাজী বুঝলেন—ঔষধপত্রের সেখানে নিতান্ত অভাব—বিশেষ করে আমাশয়ের। এই সব রোগীদের কষ্ট দেখে নেতাজীর দুঃখ হল - তিনি ঠিক করলেন এদের কিছু মুখরোচক জিনিস খাওয়াবেন, নিজের বাড়ীতে কিছু জিলিপি তৈরী করিয়ে তিনি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন হাসপাতালে গিয়ে তিনি একটি আমাশয়ের রোগীকে জিজ্ঞেস করলেন—তার ভাগের জিলিপি সে পেয়েছে কিনা—আর কেমন লাগল জিলিপি। রুগ্ন সৈনিক উত্তর দিলেন—"নেতাজী, জিলিপি আমার খুব ভাল লেগেছে, তাছাড়া ডাক্তারের ঔষুধের চেয়েও এতে উপকার করছে বেশী। অনুগ্রহ করে আর কিছু জিলিপির ব্যবস্থা করবেন, এরপর অনেকে রহস্য করে নেতাজীকে বলত—'জিলিপি ডাক্তার'।

এখানেই নেতাজীর মাতৃহৃদয়ের অনুপম দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হয়েছে যা তাঁকে অন্য নেতাদের থেকে অনেক উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

—ঃঃ—

শ্রীঅনির্বাণের আকাশ ভাবনা

আশুরঞ্জন দেবনাথ

"আকাশভরা সূর্য্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।"

শ্রীঅনির্বাণ এক চিঠিতে লিখেছেন, "ভারতবর্ষ যদি কিছু জগৎকে দিয়ে থাকে তাহলে এই আকাশের আনন্দ। ছয়টি দর্শন বস্তুত এই আকাশেরই আনন্দ। ভারতাবর্ষকে যদি জানতে চাও, তাহলে এই আকাশে ঝাঁপ দাও। আকাশের আনন্দ নিয়ে বৈদিক ঋষিদের হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মেলাও।"

আরও লিখছেন, "আকাশভাবনা অতি প্রাচীন বৈদিক সাধনা ছিল। আকাশই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। ব্রহ্মসূত্রে তাই বলা হয়েছে, 'আকাশস্তল্লিঙ্গা"—আকাশই ব্রহ্ম, কেননা ব্রহ্মের যে লক্ষ্মণ—ব্যাপ্তি, প্রকাশ, আনন্দ, নির্লিপ্ততা অথচ প্রবর্তনা—সবই আকাশে দেখতে পাই।"

শ্রীঅনির্বাণের জীবনে অন্যতম প্রধান উপলব্ধি হল এই আকাশ ভাবনা, তাঁর যোগকে ইতনি বলতেন, 'সহজ যোগ'। যদিও এ সম্পর্কে তিনি নির্দিষ্টি কোনও গ্রন্থ পৃথকভাবে লিখে যাননি; আকাশ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধ সত্যসমূহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাঁর বিবিধ গ্রন্থে ও চিঠিতে। এ সম্পর্কে স্বামীজি নানা চিঠিতে লিখেছেন তারই কিছুটা তুলে ধরছি। আকাশ-ভাবনাকে শ্রীঅনির্বাণের জীবনবেদ বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না।

সাধনায় শুরুতেই লিখেছেন, "... এক জ্যোতি তো প্রত্যক্ষ—আকাশ ভরা আলো। মাছ যেমন জলের মধ্যে থাকে, আমরা তেমনি এই আলোর মধ্যে আছি। এই আলোই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। আলো যখন চোখে দেখা যায় না, তখন তাকে কল্পনা করতে পারি। কল্পনায় ঘন আলোময় হয়ে ওঠে। জ্যোতিঃ সাধনায় কল্পনার স্থান খুব বড়।

জ্যোতির কল্পনা বা ভাবনা করতে করতে প্রথম দেহটা হাল্‌কা বোধ হবে, তারপর মনে হবে সে যেন ছড়িয়ে পড়ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে ঘন স্বচ্ছ হয়ে আসবে। একটা মানস-জ্যোতির বোধ হবে— যেন তুমি আলোয় গড়া মানুষ। এই ভাবনার ফল দেহের উপরেও পড়ে। দেহের নাড়ীতন্ত্র বা Nervous system শান্ত হয়ে আসে, ক্রমে অকারণ আনন্দের ঢেউ খেলে যেতে থাকে।

খুবই জ্যোতিঃ — শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যই নয়, মানসজ্যোতিও জ্যোতিঃ।"

*** *** ***

"...এখন যা আছে, তা তোমার বিরূপ। তুমি যা হতে চাও, তাই তোমার স্বরূপ। তুমি শান্ত উজ্জ্বল এবং প্রসন্ন—তুমি আকাশবৎ এই তোমার স্বরূপ। আকাশ-ভাবনায় অভ্যস্ত হও। অভ্যাসযোগই সত্যকার যোগ। যাতে আরও বেশিক্ষণ আসনে বসতে পার সে চেষ্টা করো— অন্য সময়েও।"

*** *** ***

"... আকাশভাবনা যেভাবে করছ তা ঠিক হচ্ছে। তবে কিনা ওই ভাবটা শুধু ধ্যানের সময় নয়, চলাফেরা কাজকর্মের সময় মনের পশ্চাৎপটে বহন করে চলো। মাছ যেমন অনন্ত সমুদ্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে তুমিও তেমনি আকাশের অনন্ত প্রশান্তির সমুদ্রে বিচরণ করছ—

এই ভাবটা আনবার চেষ্টা করবে।

*** *** ***

"... দেহকে যদি বিদেহ ভাবনায় আকাশবৎ করে ফেলতে পার, তখনই মুক্তি, তখনই আনন্দ। তুমি তখন আর ক্ষুদ্র দেহের গণ্ডীতে আবদ্ধ এবং বিকল অহং নও। তুমি পরম অহম্ বা তিনি।..."

*** *** ***

"... যদি শান্ত থাকতে পারি ভিতরটা আলো হয়ে ওঠে। জলে ঢেউ উঠলে জলের তলে কি আছে দেখা যায় না। জল যদি স্থির থাকে, তো দেখি, তার উপরেও আকাশ, নীচেও আকাশ। এই দেখাটা চৈতন্যের আলোকে। আমার বাইরে ভিতরে সব আকাশ। আমি আকাশ... আমি আকাশ ... আমি আকাশ।..."

*** *** ***

"... প্রকৃতির মধ্যে যত ডুবতে পারবে, তত তোমার মধ্যে পরমপুরুষ জেগে উঠবেন। তিনি আকাশবৎ হয়ে প্রকৃতির ভর্তা ভোক্তা ও মহেশ্বর। ধ্যানের সময় বিশেষ কোনও ভাবনায় নিবদ্ধ রাখবার চেষ্টা না করে তাকে শিথিল করে দেওয়াই ভাল। তাতে ভিতরটা যেন ভোরের আলোয় ভরে ওঠে। সেই মনে একেক সময় একেকটা ভাব বেশ জোর ধরে উঠছে দেখতে পাবে। অর্থাৎ একাগ্রতা সহজ হচ্ছে। কিন্তু কোনও কিছুই জোর করে আঁকড়ে থাকবার চেষ্টা না করাই ভাল। আকাশের মত বাতাসের মত আলোর মত সহজ ও স্বচ্ছন্দ হবে।"

*** *** ***

মনের দুটো ভাগ—একটা তার বহির্বাটী, আরেকটা অন্তঃপুর। বহির্মন আর অন্তর্মন। বহির্মন নানা বিষয় নিয়ে ভাববেই। কিন্তু ঠিক সেই সময় অন্তর্মন আকাশের মত শান্ত থাকতে পার—সবসময়। এর জন্যই আকাশ ভাবনার কথা বলি, যাতে ভিতরটা জেগে ওঠে। ভিতরে একটা মহাশূন্যতা আছে— শুধু বেঁচে থাকার আনন্দ তার প্রাথমিক রূপ। প্রতিদিন ঘুমিয়ে পড়বার সময় আমরা এই মহাশূন্যে প্রবেশ করি। যদি জেগে ঘুমাতে পারি, তাহলে ওই তটস্থ অন্তর্মনকে পেতে পারব না কেন? তখন এই মনে মানসী চিন্ময়ী হয়ে দেখা দেন। যাকে আমার প্রাণ চায়, সব ছাপিয়ে যাকে চেয়ে এসেছি শিশুকাল হতে, সে যেন বোরের আকাশে আলোর মত ফুটে ওঠে চেতনার ওই নেপথ্যপটে।

বাইরের এলোমেলো ভাবনা তো গুছিয়ে আনতেই হবে—জীবনটাকে ছন্দে নিয়ন্ত্রিত করে। তাহলে ভিতরের ভাবনায় জোর ধরবে। ভিতরের ভাবনাকেও একাগ্র করতে হবে। একাগ্রতা ছাড়া যোগ হয় না। এমনকি এও বলতে পার— বাইরে-ভিতরে একাগ্রতাই যোগ।

রামকৃষ্ণদেবের ভবতারিণী আর আমার হৈমবতী একই বস্তু।

*** *** ***

মহাশূন্যতায় আনন্দের প্রকাশ। কিন্তু তা বিষয়ানন্দ নয়—স্বরূপানন্দ। গভীর সুপ্তিতে কোনও বিষয় থাকে না, অথচ স্বরূপ থাকে। মহাশূন্যের আনন্দও তেমনি। জ্ঞানীরা একেই বলেন, "প্রজ্ঞান', যোগীরা বলেন, 'আত্মানুভব', উপনিষদ বলেন, 'আকাশ হওয়া।'

এই আকাশ শান্ত হয়েও প্রাণময়। যে প্রাণ তোমার মধ্যে প্রকাশ পায় কামনার আকারে। কবিচিত্তের তীব্রতম কামনা ওই মানসুন্দরীর জন্য। সেই কিন্তু আকাশের আনন্দ, মহাশূন্যতার রোমাঞ্চ। তাকে সত্তার বাইরে দেখ মানসীরূপে, তখন তাকেনিয়ে বিলাস কর, কিছুটা নাকানি-চুবানিও খাও—যেমনআর সবাই খায়। কিন্তু তবুও সে মিথ্যা নয়। তুমি যদি আকাশ, সে তবে আলো, তুমি যখন জ্ঞানী, সে তখন তোমার প্রজ্ঞাপারমিতা আর তুমি যখন প্রেমিক তখন সে তোমার রাধা। তুমি যখন যোগী, তখন সে তোমার যোগেশ্বরী।

দেখছে তারা, তাই তাকে ভয় পায়। কিন্তু শক্তির চিন্ময়ী রূপও তো আছে। তুমি বাঙালি, স্বভাবে তুমি শক্তি-সলাধক, জন্ম-জন্ম ধরে তাকেই তুমি চেয়ে এসেছ।

কিন্তু জেনো, তার প্রতিষ্ঠা তোমার ব্রহ্মানুভবে, তোমার আত্মানুভবে। চৈতন্য যত পরিশুদ্ধ ও ব্যাপ্ত হবে, শক্তির অনুভবও ততই স্বচ্ছ হবে।

—ঃঃ—

In Search of Divine Truth

—Prof. (Dr.) R. P. Banerjee

Truth is identified as one of the parameters that prove to be somewhat or fully constraining or liberating dimension to what the time as such has the ways and the perceived or observed mechanisms of having the dimensions of lives or either constraining or liberating from any kind of constraints in the processes, the acts expansions in lives. As such the basic parameter was the identified and chosen domain of life but in the way of doing things work comes into play. Work involves time and energy together to create an output. The output thus would embrace the fundamentals of the nature and the cosmic system. Certain aspects of the cosmic life are truly variant to the flow of time whereas certain other aspects are there which are actually invariant.

The moment time is considered in the state of things, we understand the impact of it. Time makes things move. When time haults, things and life also stop functioning. Time clicks, lives go on ticking forward. With moving forward, the process of life opens up. Lives move into works with the movement of time. Time now is the indicator of the entire things as of now. It is the process through which the factors of life are flourishing. The flower comes up over the passage of time. Most of the living and non-living things on earth are variant to time, with the continuation in the scale of time, not only that flower transits to its position of fruits, but it continues in the journey of life.

Clock Time	**Work Time**	**Time Estimate**	**Conscious Time**	**The Focus**
Hours Minutes Seconds	Budgeted Time Gross Time Micro time	Years Quarters Months Days	Elemental Periodic Culminating	Inner domain Energy quanta Energy waves
Years to Quarter Month Week Days	Functional Work Project Work cluster Work unit	Time cluster Time perennial Agenda-time Time unit	• Focus driven by consciousness of the person. • Revitalising the thought. • The conscious choice of the context and people.	

Time and work are connected to each other. Work done is a measure of time. Also time passed is a measure of changes in the position and state of energy in the cosmic system. In this universe the rule of cosmic progress or the system is such that in the design of the creation god has made the entire system independent. However, work and its initiative to make happen functions in the midst of the agenda that time as the original indicator resource is taken into consideration in order to make things happen in a way that remains concurrent with the objective of the flow of time or the operating principle of any such thing in this universe. Thus the universal outlook as such would be to assure either, in a way to make things happen and on the other to have new dimensions of things in the entire chain of activity and thus the very purpose of existence of this universe has to face questions from the elements of creation about the possible continuation of the same process in the same way. It is therefore partially effective on an accomplishing journey towards fulfilling the objective, function of that element. So far as the human society is concerned, the facts of its accomplishment and an individual's perspective is connected deeply with time.

On a human scale the measures of work can be made to relate or connect with that of time in a way that attempts to accomplish a work within an estimate of time. This helps in the process of completion of an agenda and as such the process of agenda making having considered the views of the quanlity, dimension in the ways of perfection or success or both, However, perfection may require an open ended view over the span of time in a system. In the absence of that the work of a generic nature may be accomplished but not that of specific work.

Conscious Time and Clock Time: The measure of time in the human context is that of the basic units of

it, considered clicking through to have the right kind of adjustments into the framework of things. Basic time is connected with the cosmic system. Every segment of the cosmic system has the unitary dimension of understanding the factors and facts about time. Thus when the factors are taken into consideration at its basic and elementary level, the issue of time is properly understood.

In the earth system the empirical view of time has the connect with the solar scale or the movement of the Sun. The cosmic system as a whole is dynamic in nature. Its dynamism is understood and explained in terms of the factors of the cosmic system that is tuned to the contents with each cosmic body and that without. In our solar system, it is the total content of mass within the system that has actually strong role in fixing the pattern and the system. The rotation of cosmic bodies across its own axis and the axis of the central governing entity of the system makes the dynamism at its root. The relative measure of mass and relative position of its being, establishes the exact nature of rotation in between two objects in a solar system. Thus the fact of rotation along with the factors of its surrounding make the dynamism as a kind of factual relationship in between. Solar movement happens across its own axis and the movement of the earth, each across their own axis determine exact relationships. As such the facts of having rotation across own axis one should keep in mind over some intrinsic contents the exact nature of relationship is done. This is why the earth has the lights and shades. When the rays of the sun are direct on the earth surface, it is the day. However the span of the day and that of the night varies with the varying of the positions of total span of duration that is automatic and inbuilt as a process in the entire universe. This is in a way the impact of the next position which is determined similarly in a relative manner.

Time rolls out and clicks accordingly. It is thus the cosmic position, size and counter of the masses in the same way, when the solar mass has the relative content of mass finally acts on the entire set of rotating body. Time has been set in clocks in accordance. It ticks in the set order, to make us aware of the passage of time. The sun is the king of the solar system making the clicks happen. It has another dimension. This is the estimate or assumption driven speculation about the span of life of a human person. Human life is considered a short span, measured in terms of the number of years as each person's having the possibility of existence. Thus the short span of life which is just an assumption and vary in the cases of specific issues needs to do a series of activities. Human life thus segments into various phases of its being and becoming.

The Vedic sages in the ancient period had suggested four segments of an ideal life. The segments are: 'Brahmacharya', 'Garhastha', 'Vanaprastha' and 'Sannyasa'.

The phases are, in usual parlance for understanding, stands as: Phase of learning, the phase of earning, the phase of advisory and the phase of spirituality, respectively.

Whereas each phase is unique, the phases as such are indicative of the dominant functional aspects. The Vedic sages had advised ways of living an ideal life as such should comprise of the four components as mentioned. These components each has the unique areas of assertions. The Learning phase starts from the age of the person when the learning is just possible and the elements of learning would not only make learning possible but also effective in its true sense of the term. A 'Brahmachari' as such, has a particular useful and physical orientation. In the case of a broad understanding of Brahmacharis we know that total devotion to the adorable principles of life is practical at this level, That means a child in this phase would develop characters while learning.

Brahmachari is expected to have certain principles developed in her or his life. She or he would thus maintain certain principles and develop the character-behaviour in the same manner. The principles that are usually recommended in this period of development in life. Highlights of such attributes and practices are :

Honesty, sincerity, discipline, truthfulness, cooperation, friendliness, sacrifice as such similar positive qualities are actually advised to have practices in the process of learning.

Usually the span of this phase of learning, either from a faculty, they are supposed to see that the qualities are rooted in the person as such. Normal period of learning in this manner either from the perspective of the society or the small unit of the learner from the individual teacher or from institution of the teacher. The Brahmachari would exercise and practice self-discipline and control in certain areas of functional activities. Highlighting aspects of those areas are:

a) Disciplining food habits- the learner was to maintain certain principles in the food intake. The first of

this, is balanced food to intake that at reasonable intervals such that overeating is not done. Also not to have deficit by way of maintaining hunger.

b) The quality of such food to maintain in a manner that it is not unnecessarily stimulating or toxic food.

c) Too spicy and intoxicating food or any combination of food and drink that has inherent potential to be intoxicating be avoided.

d) The food and drink habit to be made such that it helps in the process of maintaining the mind in position of poise and cool. In order to do so, she or he needs to have that mind of food habit which is nourishing and digestible in normal process and in a way causes least harm to the earth system.

Discipline maintained by a learner has biological components also which are very important. The biological component has physical and mental aspects. Together the common parameter is the biological clock of the person. This refers to the habits of work and rest. When does the person rise up from bed in the morning, the length of sleep and waste of time into such kinds of activities that at times prove unproductive or waste to the particular condition of the person.

It was always advised by the Vedic sages to have such a habit of living and activities, that she or he gets up by the time the sunlight awaits rising and coming. This is known as 'ushakaal' or the time of early dawn, the mind remains fresh and vibrant. Sages made the advise that at this hour of early dawn if a person does meditation then the concentration of mind can be attained faster, with the concentration of mind in place the power of mind gets enhanced. The learner was advised to have major academic practice and preparations in the morning hours, earlier the better as also in the evening hours as far as possible with intensive depth of the eagerness of mind. It was thus one of the most important components of the daily agenda of a learner. As such learning in an ideal situation used to have its applied or practical aspects. The sages used to suggest the learner to have that in a context that attempts to have its new but effective dimension. Applied component is normally associated with that of the concepts of the theories learned.

Mental discipline is also very important. In fact the mental discipline is the most important component in disciplining the personality. A calm mind is a prelude to the sound biological system of the person. Thus when the mind is sound and full of contentment the body responds to that accordingly.

Sages used to suggest the making of a sound mind-body system. Meditation provides strong support for that. A meditative mind can assert self control over the entire biological system through the power of the mind and psyche of the person.

Concentration of mind helps not only in sharpening the mind but creating the ability of the person to prevent many erratic or caustic impacts on the mind in a way that allows the mind to have the liberation into certain dimensions that would foster forward the factors of progression of mind. Certain negative impacts on the mind for example, the stressful situations in life are those which are less acceptable in the context of material descriptions or the factors of material content of life. It is thus not only retarding in the gamut of entire range of things in life. Things crop upon a way that makes a habit of its own to contain certain elements of strains of mind. However beyond a certain limit of its power of acceptance, mind fails to adjust to situations unpalatable to the biological system of the person.

Emotional issues like depression, sense of deprivation, distortions are elements of emotion that causes stress in the mind. These are the situations when the mind pulls down the power of the body to function. Even physical strength is lost, strength of mind is lost, power of conviction, power of undertaking challenge goes off. A stressful mind acts as not only retarding in nature but also acts as a force of a killer to kill certain positive faculties of the mind. This mind cannot focus on new ideas nor can it work as a motivator for any kind of work in any context or any kind of situation which could negative to the system of the person. A mind affected as such is prone to behave like abnormal minds and puts usually control over any initiative. Stressful mind loses its power of affirmation or positivity and thus makes it into a kind of dull mind. Dull mind is indolent by nature. It may turn the mind to become inert in nature. The inert mind thus loses its power to act. Mind develops the feeling that it does not have the inner strength to do something. Even routine things are lost track with. Dull mind thus makes it possible only to accept defeat and get further depressed. It does not find ways and means to do things in a way that may allow it to overcome the spell of darkness and the impact of depressed mind.

—::—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল**, কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st October 2025
Ashwin–1432
Vol. 23. No. 6

REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৫ই অক্টোবর, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১২ই অক্টোবর, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১৯শে অক্টোবর, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২৬শে অক্টোবর, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.